আনারকলি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চরিত্র-পরিচয়

আনারকলি ... ... ইরানী ক্রীতদাসী

রাবেয়া ... ... মুরাদের স্ত্রী

যোধপুরী ... ... আকবরের প্রধানা মহিষী

বেগমগণ, নর্তকীগণ, ক্রীতদাসীগণ

'কবর শাহ ... ... দিল্লীর সম্রাট

সেলিম ... ... ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র

মুরাদ ... ... আকবরের অন্যতম সেনানায়ক

নবী ... ... খোজা সর্দার

নুরুদ্দীন ... ... লাহোর দুর্গের অধ্যক্ষ

এনায়েৎ খাঁ, মানসিংহ, ব্রাহ্মণ, মীরহবিব, সৈন্যগণ, প্রহরীগণ ইত্যাদি।

এই লেখকের আর একটি নাটক

বিধিলিপি

আনারকলি

প্রথম অঙ্ক

[খুশ্‌রোজের সন্ধ্যা। নওরোজ বাজারে যাবার পথে প্রাসাদের একাংশ। দূরে আলোকমালা-শোভিত নওরোজ বাজার দেখা যাচ্ছে। নর্তকীগণ নাচবার প্রস্তুতি হিসেবে সাজগোজ করছিল। ভারতীয় নর্তকীর বেশে আনারকলি। প্রধানা নর্তকী একটি বড় গোলাপ হাতে এগিয়ে এলেন।]

প্রধানা নর্তকী। আজ খুশ্‌রোজের বাজারে আনারকলিকে ছেড়ে দিলে খুঁজে পাওয়া যাবে না—কি বলিস!

দ্বিতীয়া। আমাদের পসার একেবারে মাটি!

তৃতীয়া। আমাদের দিকে কেউ চাইবে না। সব চোখগুলো আনারকলির মুখে আটকে যাবে।

প্রধানা। আমার চাকরি এবার যাবে।

দ্বিতীয়া। বটে, কি ভাবিস্ লো? কারও চাকরি যাবে না। মনে করেছিস বড় নাচউলী হলেই ওর খুব উন্নতি হ'ল?…(চোখ টিপে) একবার নজরে পড়ে গেলে আর কি ও এখানে থাকবে?…ওর মহলে নাচবার জন্যে তখন আমাদের ডাক পড়বে।

প্রধানা। (আনারকলির বুকের কাপড়ে একটা গোলাপ আটকাবার চেষ্টা করতে করতে) কথা কইছিস না কেন ভাই?

দ্বিতীয়া। রূপের দেমাকে—

প্রধানা। না না, ও তো সেরকম মেয়ে নয়—ও ভাই ডালিমফুল, একটা কথা বল্ না ভাই!

দ্বিতীয়া। একটি উত্তর দাও গো রূপসী—

আনার। কী তোমরা বলছ, আমি তার আদ্ধেক কথাই বুঝতে পারছি না!

প্রধানা। এই বয়সে বড় বড় কেতাব পড়ে বুঝতে পারিস আর এই সোজা কথাগুলো বুঝতে পারছিস না?

দ্বিতীয়া। ছিনালি লো—ছিনালি! কথা আর বুঝতে পারেন না—! মুখখানিকে অমন ফুলফুলে ক'রে রাখেন কিসের জন্যে শুনি!

প্রধানা। মর্! ছুঁড়ি হিংসেয় ফেটে মরছেন একেবারে।

তৃতীয়া। ওলো—ঐ—

[পরস্পর চকিতে গা-টেপাটেপি করে আনারকলিকে হাসতে হাসতে ঠেলে দিয়ে অদৃশ্য হ'ল। আনারকলি ব্যাপার কি বোঝবার জন্যে এদিকে ওদিকে চাইতে চাইতে ফিরেই দেখল শাহ্‌জাদা সেলিম আসছেন। আনারকলি ওড়না টেনে দিল]

সেলিম। [মুগ্ধ দৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব সংযত করে] তুমি কে গো? তোমায় তো এর আগে দেখি নি?

আনার। (নতমুখে) আমি জাঁহাপনারই একজন দাসী।

সেলিম। (রহস্যভরে) যে কথা এখন বললে সেকথা যেন মনে থাকে সুন্দরী!

[আনারকলি চমকে উঠল]

সেলিম। তোমার নাম?

আনার। আনারকলি।

সেলিম। সার্থক নাম। কোন্ কবি এমন নাম দিয়েছিল কে জানে!… কিন্তু তোমায় তো এখানে দেখি নি আর কখনও? কোন্ মহলে থাক তুমি?

আনার। আমি মহামান্যা যোধপুরী বেগম সাহেবার মহলে থাকি।

সেলিম। তোমায় কি কেনা হয়েছিল?

আনার। হ্যাঁ।

সেলিম। তোমার দেশ কোথায়?

আনার। ইরানে।

সেলিম। (অসহিষ্ণুভাবে) আমি—আমি তোমার সমস্ত পরিচয় জানতে চাই!

আনার। আমিই যে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় জানি না খোদাবন্দ। (মুখ তুলে) সুদূর ইরানে কার কুলে কোথায় জন্মেছি তার খবর খুব সম্ভব ঈশ্বর জানেন, আর বোধ হয় জানতেন আমার বাপ-মা। আমি জানি, আমি ক্রীতদাসী!…কঠিন পর্বতের মধ্য দিয়ে, দুর্গম মরুর মধ্য দিয়ে ইরানী প্রভুর সঙ্গে সাত বছর বয়সে আমি যখন হিন্দুস্তানে আসি, তখন সেই প্রভু মোগল ফৌজদারের কাছে পরিচয় দিয়েছিলেন শুনেছি, আনারকলিকে তিনি দু বৎসর বয়সে এক ডালিমতলায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি মানুষ করেছিলেন বলে আমার ওপর তাঁর ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার। তারপর সেই ফৌজদারের সংসারেই তিন বৎসর কাটিয়ে তার মৃত্যুর পর এসে ঢুকি শাহানশাহ্ দিল্লীশ্বরের অন্দরে। সেই থেকে এখানেই আছি।

সেলিম। আশ্চর্য! এই চার-পাঁচ বছর এখানে আছ অথচ আমি একদিনও দেখি নি?…আনার…তুমি বাঁদী!…কিন্তু তুমি তো বাঁদী নও!

আনার। হ্যাঁ জাঁহাপনা, আমি বাঁদী। এই আমার জন্মান্তরের অদৃষ্টলিপি।

সেলিম। তুমি আজ নাচবে?

আনার। জানি না। বেগম সাহেবার হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছি।

সেলিম। বেগম সাহেবা, মানে মা? আচ্ছা, তাঁর হুকুম হলে নাচবে তো?

আনার। নাচতেই হবে।

সেলিম। তুমি লেখাপড়া জান?

আনার। জানি।

সেলিম। তোমার ললাটে বুদ্ধির আভা আছে—তোমায় ভোলা যায় না। আনারকলি, তুমি এখানেই থাকবে তো? আমি মায়ের মহল থেকে আসছি।

আনার। আপনার আদেশ হলেই থাকব।

সেলিম। এখানেই একটু অপেক্ষা কর।

[সেলিমের প্রস্থান]

আনার। আমার বুক কেন আজ এমন ক'রে দুলে উঠল? আমি কেন আজ ওঁর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে পারলুম না?…কি এ? বাদশাজাদাকে এর আগেও তো দেখেছি—বালিকার লুব্ধ কৌতূহলের মুগ্ধদৃষ্টি দিয়ে, চুরি ক'রে চাওয়া ক্ষণেক অবসরের চকিত দৃষ্টি দিয়ে, কই মন তো আমার এত অবসন্ন হয় নি?… ভয়? ঐ ভুবন-ভোলানো রূপ, ঐ সুধাভরা কণ্ঠস্বর, এতে তো ভয় নেই! তবে?…কে বলে দেবে কেন এ দোলা গো?…

[আকবরের প্রবেশ]

আকবর। খুশ্‌রোজের উৎসব বাতিকে উজ্জ্বল না ক'রে অর্ধ-অন্ধকার পথে কার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ রূপসী?

[আনারকলি নিরুত্তর]

তোমার ও মুখ যেন চেনা-চেনা বলেই বোধ হচ্ছে! তুমি কে?

আনার। আমি জাঁহাপনার ইরানী বাঁদী—আনারকলি।

আকবর। আনারকলি! আনারকলি! তুমি যোধপুরীর মহলে থাক না?

আনার। বাঁদী সেইখানেই আশ্রয় পেয়েছে।

আকবর। তোমার আসন্ন যৌবনের আভাসে মনে হচ্ছে তোমার অদৃষ্ট ভাল। যাক্—এখন এস খুশ্‌রোজে যাই। তার বাজার তোমার অভাবে মলিন হয়ে আছে।

আনার। মার্জনা করবেন, কিন্তু আমি বেগম সাহেবার আদেশের অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

আকবর। আমার সঙ্গে গেলে তোমার বেগম সাহেবা অসন্তুষ্ট হবেন না, বিশেষতঃ আজ খুশ্‌রোজ—আজ সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপর একমাত্র আমারই অধিকার।

আনার। শুধু আজ কেন সম্রাট—সর্ব সময়ে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের উপরেই তো

আপনার সমান অধিকার। তবে স্ত্রীলোক তো আমি নই পৃথ্বীশ্বর—সামান্যা ক্রীতদাসী!

আকবর। ক্রীতদাসী কি নারী নয়?

আনার। না, অন্য একজন নারীর আদেশের দাসী মাত্র—তাই আমি এখন যেতে পারি না সম্রাট।

আকবর। বেশ তো, ইচ্ছে করলে অন্য নারীর দাসীত্ব থেকে মুক্তিও তো পেতে পার!

আনার। আপনার দয়া আপনার শক্তির মতোই অসীম—কিন্তু মাতৃতুল্যা বেগম সাহেবার কাছে আমি ভালই আছি—আমি মুক্তি চাই না।

আকবর। হুঁ, তোমার কথাগুলো খুব স্পষ্ট,—এবং আর যাই হোক, বিনত নয়। যাক, তোমার অপরাধ নিলুম না; তোমার বেগম সাহেবাকে ব'লো আমার হুকুম রইল—তোমায় খুশ্‌রোজে নাচতে হবে।

আনার। আপনার আদেশ তাঁকে অবশ্য জানাব।

আকবর। হাঁা, জানিও—

[আকবরের প্রস্থান ও যোধপুরীর প্রবেশ]

যোধপুরী। আনারকলি, সেলিমের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

আনার। হয়েছিল।

যোধ। কেন দেখা দিলে তুমি? কেন দিলে? আমি তোমায় বার বার নিষেধ করি নি?

আনার। নর্তকীরা আমাকে সাজাবার নাম ক'রে এইখানে টেনে এনে সহসা পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল। ক্ষণেক অসতর্কতার অবসরে এ অপরাধ হয়েছে সম্রাজ্ঞী, মার্জনা করবেন।

যোধপুরী। দেখা না হ'লেই তোমার পক্ষে ভাল হ'ত আনার, এ অত্যন্ত মন্দ হ'ল, কে জানে এর ফল কি হবে!…যাই হোক্, সেলিমের সনির্বন্ধ

অনুরোধ আজ তোমায় নাচতে হবে। কিন্তু এখান থেকে শীঘ্রই তোমায় স্থানান্তরিত করা দরকার, নইলে তোমার মঙ্গল নেই।

আনার। (ঈষৎ জড়িত কণ্ঠে) আমি এখানে যখন শাহ্‌জাদার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলুম, সহসা সম্রাট তখন এইখানে এসে পড়েন—

যোধপুরী। কে—কে এসে পড়েন?

আনার। শাহানশাহ্‌—

যোধপুরী। করেছিস কি হতভাগী, করেছিস কি!

আনার। শাহ্‌জাদা বলে গিয়েছিলেন যে মালেকা-এ-মহলের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি যেন এইখানে অপেক্ষা করি। এ পথে সম্রাটকে তো প্রায়ই দেখি না, সহসা তিনি এসে পড়লেন, তাই—

যোধ। আজ যে খুশ্‌রোজ, আজ সম্রাটের সর্বত্র অবাধ গতি। তারপর, তিনি কি বললেন?

আনার। আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলছিলেন। আমি তাঁকে বললুম যে হজরত বড়-বেগম সাহেবার অনুমতি না পেলে আমি কোথাও যেতে পারব না। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে তাঁর আদেশ জানাতে বললেন।

যোধ। কি তাঁর আদেশ?

আনার। আজ খুশ্‌রোজের মেলায় আমায় নাচতে হবে।

যোধ। যা ভেবেছি তাই!···আমি সেলিমকে কথা দিয়েছি—তোমায় নাচতেই হবে, বাদশার আজ্ঞাও সেই সঙ্গে প্রতিপালিত হবে। কিন্তু নাচবার পরই তুমি আমার মহলে যাবে। বাদশা বা শাহ্‌জাদা যদি তোমায় কোথাও যেতে বলেন কিংবা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে চান তো স্পষ্টই তাঁদের জানিও যোধপুরী বেগমের নিষেধ আছে।···তুমি জান না আনারকলি কেন শাহানশাহ্‌ তোমার পক্ষে বিষধর সর্পের চেয়েও অনিষ্টকর!···আমি চললুম।

[প্রস্থান]

আনার। কেন এমন হ'ল, হে ভগবান, কেন এমন হ'ল!

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। মায়ের আদেশ পেয়েছ আনারকলি?

আনার। পেয়েছি।

সেলিম। নাচবে?

আনার। আমি তো প্রস্তুত হয়েই আছি।

সেলিম। তোমার ঐ কমনীয় দেহের মোহন নৃত্য দেখবার জন্য আমার সমস্ত মন একাগ্র হয়ে রয়েছে।...তুমি কেন আমায় এমন করলে সুন্দরী, তোমায় দেখে অবধি আমার দেহের সমস্ত রক্তধারা উন্মত্ত তাণ্ডবে নাচছে—প্রতি শিরা-উপশিরা যেন প্রচণ্ড কামনায় অবশ হয়ে আসছে—এ আমার কী হ'ল?

আনার। (চেষ্টাকৃত নীরস কণ্ঠে) অনুমতি হলে আমি খুশ্‌রোজে যাই।

সেলিম। হ্যাঁ হ্যাঁ, চল, আমি ব্যাকুল হয়ে রয়েছি।

আনার। শাহ্‌জাদাকে হয় আগে যেতে হবে, নইলে একটু পরে আসতে হবে—যা আপনার অভিরুচি।

সেলিম। কেন আনার, আমার সঙ্গে গেলে কি—

আনার। না, বাদশাজাদার সঙ্গে বাঁদীর খুশ্‌রোজে যাওয়া শোভা পায় না।

[আনারের প্রস্থান। সেলিমের প্রস্থানের একটু পরে মেহ্‌বুব ও সিপার দুই খোজার প্রবেশ]

সিপার। আরে মেহবুব যে! তুই এখানে?

মেহবুব। আরে সিপার যে, তুই এখানে?

সিপার। খুশ্‌রোজের রাত, খাঁচার মধ্যে একটা পাখীও নেই, পাহারা দেব কাকে?

মেহবুব। তাই আমাদেরও আজ—

সিপার। খুশ্‌রোজ! যা খুশি তাই করার দিন। বোঝ তো ভায়া—

মেহবুব। এই—এই! ধরে ফেলেছ!

সিপার। মেহবুব!

মেহবুব। সিপার!

সিপার। বলি এবারের শিকারটা কে, কিছু ঠাওর পেলে?

মেহবুব। এবার রাজপুতানীদের ভেতর তো মজাদার কাউকে দেখছি না!

সিপার। হুঁ—

মেহবুব। হুঁ—!

সিপার। দেখেছ নাকি?

মেহবুব। ঐ থামটার আড়ালে ছিলুম।

সিপার। ঐ ওপরের জানলায় আমি—

মেহবুব। বাপে বেটায়—

সিপার। চুপ চুপ!

মেহবুব। মজা আছে!

সিপার। আল্‌বাৎ!

মেহবুব। চুলোয় যাক্!

সিপার। গোল্লায় যাক্!

মেহবুব। সিপার—ঐ—

সিপার। মেহবুব!

[প্রস্থান। আনারকলি ও পশ্চাতে সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। আনারকলি! তোমার নৃত্যের জন্যে অভিনন্দন জানাবার অবকাশ না দিয়েই চলে এলে?

আনার। অভিনন্দন যে জানাবেন, এ সংবাদ আগে পাই নি কিনা, নইলে অপেক্ষা করতুম।

সেলিম। আনারকলি! তোমার নৃত্য অপূর্ব!

আনার। শাহ্‌জাদার অসীম দয়া।

সেলিম। সে নৃত্যের ছন্দ যেন মর্তের সীমা ছাড়িয়ে মানুষের মনে এক অমর্ত্যলোকের দ্বারে গিয়ে ঘা দেয়!

আনার। আমার শিক্ষা সামান্যই জনাব।

সেলিম। তোমার দেহের হিল্লোল যেন সদ্য-প্রস্ফুটিত কমলের রূপের দোলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়!

আনার। দাসীর অযথা প্রশংসা করছেন জাঁহাপনা।

সেলিম। (স্বপ্নালসভাবে) কী তোমার নৃত্যভঙ্গীর কমনীয় লীলা, যার প্রত্যেকটি রেখা গভীর দুঃখের মধ্যে আনন্দের বিজলী রেখা টেনে দিয়ে যায়, যার দীপ্তি কিন্তু বিদ্যুতের মতো শীঘ্র মেলায় না, বহুক্ষণ ধরে স্নিগ্ধ সুন্দর আলোয় মনকে উজ্জ্বল করে রাখে!

আনার। অসংখ্য ধন্যবাদ জাঁহাপনা।...এখন অনুমতি করুন, দাসী মহলে ফিরে যাক্।

সেলিম। না না আনার, এখনি যেও না, আমায় একটু বুঝতে দাও, আর—আর বোঝাতে দাও, আমি কি দেখলুম—

আনার। কিন্তু জনাব, খুশ্‌রোজের রাতে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন বোঝাতে শুরু করলে আপনাকে এবং আমাকে দুজনকেই উপহাসাস্পদ হতে হবে।

সেলিম। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা পথ বটে, তা—আনারকলি চল না আমরা একটু নির্জন স্থানে যাই—

আনার। মার্জনা করবেন শাহ্‌জাদা, আমার প্রতি অন্যরূপ আদেশ আছে।

সেলিম। (সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে) আমাকে তোমার এত অবহেলা কেন? আমার অনুগ্রহ কি এতই তাচ্ছিল্যের বস্তু?

আনার। মহামান্য সম্রাট-পুত্রের অনুগ্রহ এত মহামূল্য সামগ্রী যে সামান্য

ক্রীতদাসীর উপর তা বর্ষিত হবার উপযুক্ত নয়। আশীর্বাদ করুন, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার লালসা যেন আমার কখনই না হয়।

সেলিম। তোমার ঐ ঘুরিয়ে কথা বলার ভঙ্গীটা অত্যন্ত অপমানসূচক। ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে!

আনার। মার্জনা করুন শাহ্জাদা—বাঁদীর অশিষ্টতা—(চক্ষু সজল হয়ে ওঠে)

সেলিম। আনার, তুমি কেঁদে ফেললে! না না, আমি তো তেমন কিছু বলি নি—ছিঃ ছিঃ—চোখের জল মোছ—(সহসা নিজের রুমাল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।)

আনার। (সে স্পর্শের মোহে ক্ষণকালের জন্য অভিভূত হবার পর) শাহ্জাদা—দাসীর প্রতি আপনার অসীম করুণা—কিন্তু মার্জনা করবেন, আমি সত্যই আপনার অনুগ্রহের যোগ্যা নই। আমার কথা ভুলে যান—

সেলিম। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আনারকলি। আমাকে এত ভয় করছ কেন? কিসের ভয় তোমার—

আনার। ভয়—ভয় আপনার দয়াকে। অভাগিনীর এত দয়া সইবে না। ...আপনি যান শাহ্জাদা, অন্ততঃ আমায় অনুমতি করুন, আমার মহলে ফিরে যাই—সম্রাজ্ঞী ক্রুদ্ধ হবেন হয়ত—

সেলিম। আর একটু দাঁড়াও আনার, আমি তোমায় একটু ভাল ক'রে দেখে নিই—

[আকবরের প্রবেশ]

আকবর। দাসদাসীকে তাদের কর্তব্যে অবহেলা করতে প্রশ্রয় দেওয়া সম্রাট-পুত্র এবং ভাবী সম্রাটের শোভা পায় না। সেলিম, ঐ বালিকার প্রতি তোমার ব্যবহারে আমি লজ্জিত।

সেলিম। আমায় মাপ করবেন সম্রাট—

[অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করলেন]

আকবর। আনারকলি, তোমার নৃত্য আমাকে খুশী করেছে।

আনার। দাসীর অসীম সৌভাগ্য।

আকবর। তোমার নৃত্যের মোহনলীলা আমার দৃষ্টিকে এত আনন্দিত করেছে যে তোমার পূর্বেকার দুর্বিনীত ব্যবহার আমি ভুলে যাব স্থির করেছি। (আনারকলি কথা কইল না, শুধু নীরবে অভিবাদন করল) তোমায় পুরস্কার দেব।

আনার। জাঁহাপনার তৃপ্তিই দাসীর যথেষ্টর বেশী পুরস্কার সম্রাট! তার অধিক আশা তার নেই।

আকবর। সম্রাটরা কোন-কোনও লোককে আশার বেশিই দেন। আমিও তোমাকে তোমার আশার অতীত কিছু দেব।

আনার। সম্রাটের মহানুভবতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা দাসীর কণ্ঠে নেই। অনুমতি করুন সম্রাট, আমি সম্রাজ্ঞীর মহলে ফিরে যাই।

আকবর। তার পূর্বে আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব। তুমি আমার সঙ্গে এস—

আনার। দাসীর অপরাধ মার্জনা করুন সম্রাট—আমি যেতে পারব না।

আকবর। তোমার স্পর্ধার তো শেষ নেই দেখছি! কিন্তু কেন যেতে পারবে না শুনি?

আনার। মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর নিষেধ আছে। আমি তাঁরই দাসী।

আকবর। আমার অনুগ্রহ তোমার দাসীত্ব দূর করবে। তুমি নির্ভয়ে এস।

আনার। তাঁর নিষেধ অবহেলা করবার শক্তি আমার নেই।

আকবর। আমার নিষেধ অবহেলা করবার মতো কতটা শক্তি তোমার আছে, তা বুঝিয়ে দিতে বেশী বিলম্ব আমার হবে না। তোমার অশিষ্টতার কঠিন উত্তর আমি দিতে পারতুম।…কিন্তু তোমায় মাপ করলুম…তোমার রূপ আমায় মুগ্ধ করেছে।…আমি তোমার জন্য স্বতন্ত্র মহল নির্দিষ্ট ক'রে দেব। স্বতন্ত্র দাসদাসী দেব। আমার বেগমদের সমান ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা তুমি পাবে।…বুঝেছ?

আনার। এ সমস্ত সম্মানের যোগ্যা আমি নই সম্রাট, আমি দাসী মাত্র।

আকবর। (বিস্মিত ভাবে) তবে তুমি আরও কি চাও?

আনার। আমি কিছুই চাই না সম্রাট। আপাততঃ আমি প্রধানা সম্রাজ্ঞীর মহলে যাবার অনুমতি চাই।

আকবর। দেখ আমারও সহ্যের সীমা আছে…তুমি কি ভেবেছ সম্রাট সারারাত্রি পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে আর তুমি তাই প্রত্যাখ্যান ক'রে গৌরবলাভ করবে! আমার আদেশ, তুমি এখনই আমার সঙ্গে আসবে।

আনার। সে আদেশ যদি অবহেলা করি তো আমায় ক্ষমা করবেন,…এ আদেশ পালনের ক্ষমতা আমার নেই।

আকবর। তোমার এত স্পর্ধা!

[যোধপুরী বেগমের প্রবেশ]

যোধপুরী। সম্রাট!

আকবর। কে, সম্রাজ্ঞী?

যোধপুরী। আপনার দাসী। কিন্তু সম্রাট, এভাবে এত রাত্রে—পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে কেন? বিশেষ খুশ্‌রোজের মেলা—

আকবর। আনারকলির নৃত্যে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, সেই কথা জানাচ্ছিলুম।

যোধপুরী। আনারকলি, সম্রাটের কাছে তোমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছ তো?…কিন্তু সম্রাট, ওকে আমার এখন একটু প্রয়োজন আছে। অনুমতি করেন তো—

আকবর। ও তোমারই দাসী সম্রাজ্ঞী, তোমার প্রয়োজন হ'লেই যাবে। আমার অনুমতির আবশ্যক নেই।

[আনারকলি উভয়কে অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করল]

যোধপুরী। সম্রাট!

আকবর। সম্রাজ্ঞী, তোমার দাসীদের শিষ্টাচার শিক্ষা দাও নি দেখে আমি ক্ষুব্ধ হলুম। সময়ে সময়ে তারা নিজেদের অবস্থার কথা বিস্মৃত হয়।

যোধপুরী। সম্রাট স্বয়ং যদি সময়বিশেষে নিজের পদমর্যাদার কথা বিস্মৃত হন—ওরা তো সামান্য দাসী মাত্র।

আকবর। আমার আদেশ অবহেলা করবার শাস্তি কঠিন, সে কথা তারা জানে না।

যোধপুরী। আপনার আদেশ অবহেলা করার মতো ধৃষ্টতা প্রকাশ আমার কোন্ দাসী করেছিল জানতে পারি কি?

আকবর। আনারকলিকে কিছু পুরস্কার দেব বলে আমি ডাকছিলাম, কিন্তু সে গেল না।

যোধপুরী। আমার ঐ রকমই আদেশ ছিল সম্রাট। অপরাধ আমার। শাহানশাহ্ আমায় মার্জনা করবেন।

আকবর। বেশ, এখনও তাকে পাঠিয়ে দিতে পার।

যোধপুরী। অনুমতি হয় তো আমি তাকে এখনই সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে পারি।

আকবর। তাই নিয়ে এস।

[যোধপুরীর প্রস্থান]

যোধপুরী বেগম, তুমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেই কি সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হবে মনে করো? এমন পুরস্কার দেব যে তোমরা চমকে উঠবে! (পাদচারণ) আমি তাকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কারই দেব, যা সে কখনও আশা করে নি।

[যোধপুরী ও আনারকলির প্রবেশ]

যোধপুরী। আনারকলি এসেছে সম্রাট, আপনি ওকে পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন—

আকবর। হ্যাঁ, ওকে আমি পুরস্কার দেব। সম্রাজ্ঞী, তুমি আনারকলিকে

বল, আমি ওকে বিবাহ করব।

যোধপুরী। বিবাহ করবেন,—আনারকলিকে ?

আকবর। হ্যাঁ, বিবাহ করব।

যোধপুরী। আপনার মহানুভবতায় শুধু আনারকলি নয়, আমি সুদ্ধ আপনার কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম সম্রাট। আনারকে আমি নিজের কন্যার মতো স্নেহ করি…এ অনুগ্রহ ওরই যোগ্য—এ অনাঘ্রাত কুসুম রাজোদ্যানেই শোভা পায়।

আকবর। তুমি খুশী হবে শুনে আমার খুব আনন্দ হ'ল সম্রাজ্ঞী। আমি এখনই মোল্লাকে ডেকে পাঠাচ্ছি, আজ রাত্রেই বিবাহ হবে।

যোধপুরী। এর চেয়ে আর আনন্দের কথা কি আছে জাঁহাপনা। আমি কন্যাকে বিবাহের পরিচ্ছদে সজ্জিতা করি—আপনি অন্যান্য আয়োজন করুন।

আনার। (সহসা যোধপুরীর পদতলে বসে পড়ে) আমায় মাপ করুন সম্রাজ্ঞী। আমি আপনার কন্যাস্থানীয়া—অন্য কোন সম্পর্কের উপর আমার লোভ নেই।

যোধপুরী। বলছিস কি হতভাগিনী! সম্রাট-মহিষী হবার সৌভাগ্য, এ যে সমস্ত নারীর শ্রেষ্ঠতম কামনা!

আনার। সে মর্যাদার যোগ্যা আমি নই, আমায় ক্ষমা করুন।

আকবর। কিন্তু তার কারণ কি ? সত্য কথা বলবে ?

আনার। আমার মন অন্যে আসক্ত, এ মন আপনাকে নিবেদন করবার যোগ্য নয়।

আকবর। আমি মনে করতাম আমিই রাজপুরীর মধ্যে সব চেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। কিন্তু এখন দেখছি আমার অপেক্ষাও সৌভাগ্যবান আছে!

যোধপুরী। শাহানশাহ্, এ অবোধ বালিকা আপনার ক্রোধের উপযুক্ত নয়।…সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই এর নেই। অন্ততঃ একে একটু ভাববার অবসর দিন।

আকবর। বেশ, তোমার অনুরোধে আমি ওকে পনেরো দিন সময় দিলুম। এর মধ্যে ও যেন মনস্থির করে।...ওকে বুঝিয়ে দিও সম্রাজ্ঞী—সম্রাট আকবর আদেশ করতেই অভ্যস্ত—অনুরোধ নয়।

[প্রস্থান]

যোধপুরী। ওরে অভাগিনী, সম্রাটের কামনায় বাধা দিয়ে তুই জীবনে সুখের আশা করেছিস? ধ্রুব ছেড়ে অধ্রুবের পেছনে দৌড়তে নেই। সম্রাটের মহিষীত্ব উপেক্ষা করলে অন্যকে নিয়েই কি তুই সুখী হতে পারবি? সম্রাটের ক্রোধ থেকে কে তোকে রক্ষা করবে?

আনার। (সজল নেত্রে—যোধপুরী বেগমের পায়ে হাত দিয়ে) আমি পারব না, পারব না সম্রাজ্ঞী, আমি যে তাকে আমার সব দিয়ে বসে আছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যোধপুরী বেগমের মহলের একাংশ। আনারকলি দূর যমুনার দিকে তাকিয়ে আছে।

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। আনারকলি!

আনার। (চমকে উঠে—কম্পিত স্বরে) শাহ্‌জাদা!

[অভিবাদন]

সেলিম। আনারকলি, এই সাতদিন তোমার একটু দেখা পাবার জন্যে কত ঘুরে বেড়াচ্ছি, কত চেষ্টা করছি কিন্তু মায়ের অনুমতি পাই নি, আর তুমিও যেন

কেবল আমার চোখের আড়ালে যেতে চাও! আজ অনেক সন্ধানের পর তোমায় নির্জনে পেয়েছি। আজ আর আমায় এড়িয়ে যেতে পারবে না।

আনার। দাসীকে শাহ্‌জাদার প্রয়োজন ছিল?

সেলিম। আঃ—আবার ঐ দাসী, শাহ্‌জাদা, আর প্রয়োজন! একটু পরেই হয়ত শুরু করবে মার্জনা করুন আর ক্ষমা করুন! তুমি কি কিছুতেই বুঝতে পার না আমাকে?

আনার। যদি কোনও আদেশ থাকে, বলুন। দাসীর সঙ্গে সম্রাট-পুত্রের ঘনিষ্ঠতা শোভা পায় না।

সেলিম। আমার আদেশ এখন এই যে, যেমন দাঁড়িয়ে আছ তেমনি থাক আর আমার সঙ্গে কথা কও। আনারকলি, একটা জনরব শুনলুম, সত্য কি?

আনার। বলুন কি জনরব?

সেলিম। সম্রাট তোমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলেন?

আনার। সে সৌভাগ্য দাসীর হয়েছিল।

সেলিম। কিন্তু তুমি সম্মত হও নি!

আনার। না।

সেলিম। কেন সম্মত হও নি?

আনার। এত কথা যখন শুনেছেন জনাব, তখন ও-কথাও নিশ্চয় শুনেছেন। আমাকে আর নূতন ক'রে প্রশ্ন করছেন কেন?

সেলিম। মায়ের কাছে যখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি চাই—তখন তিনি যা উত্তর দিয়েছিলেন তার মধ্যে আমি যেন কিছু আভাস পেয়েছিলাম। কিন্তু আনারকলি, কে সে সৌভাগ্যবান—আমি তার নাম জানতে চাই।

আনার। কেন জনাব, তাকে শাস্তি দেবেন?

সেলিম। না, তার সঙ্গে তোমার মিলনের ব্যবস্থা করব। তোমাদের বিবাহের আয়োজন করব।

আনার। জাহাপনা, ক্ষুদ্রা দাসীর জীবনের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত হবেন না—তাদের ব্যবস্থা তারাই ক'রে নেবে।

সেলিম। না না, আমি তার নাম জানতে চাই। জানতে চাই সে কে, সম্রাট বা সম্রাট-পুত্র যাকে তুষ্ট করতে পারল না—তার কিশোর মন একটি একটি ক'রে পল্লব মেলল কার প্রেমের স্পর্শে—হে মোহিনী, কে সে শক্তিমান, আমি জানতে চাই—

আনার। কী হবে শাহ্‌জাদা?···সম্রাট চেয়েছিলেন আমার রূপ। মহিষীত্ব দিয়ে আমার যৌবন কিনতে চেয়েছিলেন; আর শাহ্‌জাদাও আমার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন—আমায় উপপত্নীত্বের সম্মান দিয়ে কৃতার্থ করতে চেয়েছিলেন। আমার রূপের দাম হিসাবে ঐ সব সম্মান যদি মাথা পেতে না নিতে পেরে থাকি তো মার্জনা করবেন জনাব। সে সাধ্য আমার নেই।

সেলিম। আনারকলি, ভুল—ভুল করেছ তুমি! তোমার রূপ আমি চাই নি। চেয়েছি তোমায়; তোমায় চেয়েছি। প্রিয়াকে—প্রিয়তমাকে। প্রথম শুধু তোমার রূপই আমার নজরে পড়েছিল—তাই যদি সে রূপ আমায় মুগ্ধ ক'রে থাকে তো মাপ ক'রো কিন্তু রূপের আড়ালে তোমাকেও আমি দেখেছি প্রিয়ে, এবং ভুল দেখি নি।···আর উপপত্নীত্বের সম্মান আমি দিতে চাই নি তোমায়—দিতে চেয়েছি আমার পত্নীত্বের মর্যাদা। তুমি আমার ধর্মপত্নী হবে আনার—প্রধানা মহিষী হয়ত মানসিংহের ভগিনী হতে পারেন কিন্তু তুমি হবে আমার প্রিয়তমা মহিষী।

আনার। (কেঁপে উঠে) কী বলছেন, কী বলছেন শাহ্‌জাদা! এসব কথা কেন আমায় শোনাচ্ছেন!

সেলিম। সত্য কথা বলছি, ভীরু। (হাত দুটি ধরে) একথা কি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না আনার? আমি ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বলছি।

আনার। এ-এসব কথা আমার বিশ্বাস করতে নেই যে! (কান্নার সুরে) এ হবে না, হবে না জনাব, একথা আপনি শোনাবেন না।

সেলিম। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) জানি না কোন্ মায়াবী তোমায় মুগ্ধ করেছে, নইলে আমার মন তুমি দেখতে পেতে···এ হতভাগ্যের প্রতি একটুখানি করুণাও কি তোমার ঐ কিশোর মনে নেই? সামান্ত একটুও?

আনার। এসব কথা বলে আমার অপরাধ বাড়াবেন না—

সেলিম। (সহসা আকুল আগ্রহে) কিন্তু তুমি আমাকে তার নাম বল। আমায় বিশ্বাস করো আনার, আমি তোমাকে সত্যই ভালবাসি। আমি তোমার মঙ্গল করতে চাই। তুমি তোমার প্রণয়াস্পদের নাম নিঃসঙ্কোচে আমায় বল। তোমাদের মিলনের সব বাধা আমি দূর করব। আমার দুঃখই অদৃষ্টলিপি—কিন্তু তুমি সুখী হও।···বল বল আনারকলি—সে কে?

আনার। যেদিন প্রথম দিল্লীর রাজ-অন্তঃপুরে আসি সেইদিনই প্রভাতসূর্যের মতো অপরূপ দীপ্তি নিয়ে যে আমার চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল সেই জাদুকরই নিমেষে আমার সর্বস্ব হরণ ক'রে নিয়ে গেছে জাঁহাপনা। সেইদিন থেকে আমার আর কিছুই নেই, অন্য কোন পুরুষকে কোনদিন মনে কামনা করি নি, আমার কিশোর মনের সবটুকু তার পায়ে ঢেলে দিয়েছি। কিন্তু সে আমার অবস্থা থেকে অনেক উর্ধ্বে থাকে—তাকে পাওয়া আমার পক্ষে একেবারে—একেবারেই অসম্ভব। তাই সে গোপন অর্ঘ্য আমার মনের মধ্যেই নিয়ত নিবেদন করি—বাইরে পূজার স্বপ্নও কখনও দেখি নি!

সেলিম। বল, বল, কে সে সখী! যত উর্ধ্বের মানুষই হোক তোমার কাছে সে কিছুই নয়—বল, আমার আদেশ!

আনার। সে দিল্লীর ভাবী সম্রাট!

সেলিম। (তার দু'হাতে ধরে) আনার, আনার, সে কি আমি?

আনার। তুমি, তুমি, সেলিম, প্রিয়তম, সে তুমি!!!

সেলিম। তবে ছলনাময়ী, কেন এ নির্মম খেলা আমার সঙ্গে খেলছিলে?

আনার। খেলা নয় প্রিয়তম, নিষ্ঠুর সত্য।

সেলিম। কেন সখী?

আনার। মহামান্যা সম্রাজ্ঞী আমায় কন্যাতুল্য স্নেহ করেন। তিনি আমায় যেদিন বলেছেন তোর এ সর্বনাশা রূপ নিয়ে কখনও সম্রাট বা সম্রাট-পুত্রের সামনে যাস নি—তাতে তোর অত্যন্ত অকল্যাণ ঘটবে, সেদিন বুঝি নি কিন্তু আজ বুঝছি কতদূর সত্য সে কথা।

সেলিম। আমি যদি তোমায় বিবাহ করি তাতে কি অকল্যাণ তোমার ঘটতে পারে?

আনার। তুমি সম্রাটের পুত্র—সিংহাসনের ভাবী অধিকারী। তোমার সঙ্গে সামান্যা ক্রীতদাসীর বিবাহ শোভনও নয়, স্বাভাবিকও নয়। প্রথমতঃ এ মিলনের পথে অনেক বিঘ্ন ঘটতে পারে, দ্বিতীয়তঃ এ মিলন সুখের হবে না। মোহ যখন কাটবে—

সেলিম। সুখ ও মোহের কথা পরে হবে, কিন্তু বিঘ্ন ঘটবে কেন? কে বাধা দেবে এ বিবাহে?

আনার। সম্রাট।...এ অস্বাভাবিক বিবাহ সম্রাট কখনই অনুমোদন করবেন না।

সেলিম। সম্রাট কিন্তু নিজেই এ বিবাহ করবার প্রস্তাব করেছিলেন—

আনার। নিজের জন্য যা করা যায় পুত্রের জন্য তা করা যায় না, আর সে শুধু আমি তাঁর উপপত্নী হতে চাই নি—তারই শাস্তিস্বরূপ; আমি যে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হই নি সেটাই কি তিনি মার্জনা করতে পারবেন?

সেলিম। সে কথা সত্য—তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু তাঁর নিষেধে কোনও ক্ষতি হবে না। আমি তোমায় বিবাহ করবই।

আনার। সামান্যা আনারের জন্য পিতৃরোষ মাথা পেতে নেওয়া কি তোমার উচিত? সে হয় না—আমায় ভুলে যাও প্রিয়তম। আমি তো কোন দিন এ চাই নি। আমি শুধু আড়াল থেকে তোমায় দেখতুম—নিভৃতে নীরবে তোমার

পূজা করতুম। তুমি কোথায় আর আমি কোথায়—কী বিরাট ব্যবধান তোমার আমার মধ্যে, এ আমি বরাবরই জানতুম, তাই বৃথা স্বপ্ন কখনও দেখি নি। ভুল ক'রো না প্রিয়তম, ভুলে যাও ভুলে যাও অভাগিনীকে।···ভেবে দেখ দেখি তোমার পিতামাতা আত্মীয়স্বজনের কাছে, অগণিত প্রজা-কর্মচারী সবার কাছে কত বিড়ম্বনা সহ্য করতে হবে—তা সহ্য ক'রেও কি আনারকে নিয়ে সুখী হতে পারবে?

সেলিম। সব সহ্য হবে আনার, যদি তোমায় পাই।···তোমার বিচ্ছেদ আমার সহ্য হবে না, ও অনুরোধ করো না। আমায় দয়া কর তুমি, আমার হও—

আনার। আমার জন্য নয় প্রিয়তম, ভাবি তোমারই জন্য। তোমার আদেশে এ দাসীর সব সহ্য হবে—কিন্তু তুমি যদি আনারের জন্য কষ্ট পাও—

সেলিম। তোমার প্রেমের কাছে পৃথিবীর সব সুখ তুচ্ছ। প্রিয়ে, তোমার পরিবর্তে অন্য কোনও সুখে আমার তৃপ্তি নেই।

আনার। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) তবে তাই হোক—এইই হয়ত আমার নিয়তি।···সম্রাজ্ঞী অসন্তুষ্ট হবেন, সম্রাট ক্রুদ্ধ হবেন, কিন্তু তবুও তোমার আদেশ অবহেলা করার শক্তি আমার নেই। নাও, নাও দেবতা—তোমার আনারকে তুমি নাও!

সেলিম। কিসের ভয় প্রিয়তমে,—(তার হাত দুটি ধরে) ঐ দেখ সুনীল যমুনা আর ঐ দেখ সুনীল আকাশ—না হয় এই সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাব ঐ আকাশের নিচে আর যমুনার তীরে। আমাদের প্রেম সকল দুঃখকষ্টকে জয় ক'রে যে অসীম আনন্দ আমাদের দেবে তার কাছে এই প্রাসাদ, এই ঐশ্বর্য কত তুচ্ছ!

আনার। তোমার ভালবাসা আমাকে আজ যে সাম্রাজ্য দিয়েছে সে সাম্রাজ্য আনারের কাছে সকল ঐশ্বর্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান—কিন্তু তুমি—

সেলিম। থাক্ থাক্ আনার, আমার মন এখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, এখন কোনও কথা বলো না, শুধু অনুভব করতে দাও—

[যোধপুরীর প্রবেশ

যোধপুরী। আনারকলি—

আনার। (উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে অভিবাদনপূর্বক) সম্রাজ্ঞী !

যোধপুরী। সেলিম !…তুমি এখানে কেন ? আনারকলি, এ সব কি ?

সেলিম। (অভিবাদন ক'রে) তোমার পুত্রের সব অপরাধই চিরদিন মার্জনা করেছ মা, এটাও করো। আনারকলিকে আমি বিবাহ করব বলেই স্থির করেছি। তোমার ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ কর।

যোধপুরী। (ক্ষণকাল নীরব থেকে) এত ক'রে নিষেধ করলাম অভাগী, তবুও সর্বনাশ ডেকে আনলি ?

সেলিম। দোষ ওর নয় মা. দোষ আমার। ও আমায় দূরে রাখবার যথা-সাধ্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু আমিই জোর করেছি…আমি পারব না ওকে ছেড়ে দিতে।…কিন্তু তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছ মা ?

যোধপুরী। সেলিম, তুমি সম্রাট-পুত্র, ভয় তোমার কিছু নেই…কিন্তু ঐ বালিকাকে তুমি রক্ষা করতে পারবে ?…মরবে না ও ?

সেলিম। আমার যথাশক্তি ওকে রক্ষা করব। তুমিও তোমার কন্যাকে রক্ষা ক'রো। তুমি পারবে মা।

যোধপুরী। ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন।…কিন্তু কেমন যেন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমার মন ভরে উঠছে। আনারকলি, এ বোধ হয় না হলেই ভাল হ'ত।

আনার। আমি যতদূর সম্ভব নিজেকে দূরে রেখে ছিলাম সম্রাজ্ঞী, কিন্তু কি যেন এক অজ্ঞাত নিয়তি আমায় টেনে নিয়ে এল।

যোধপুরী। (শিউরে উঠে) অজ্ঞাত নিয়তি,…তাই হবে! হয়ত এইই বিধিলিপি…। যাই হোক, যা হবার তাই হবে, ভেবে কি করব! সেলিম, আনার, তোমরা এখন যাও। আমি সম্রাটের অপেক্ষা করছি, তিনি হয়ত এখনই

এসে পড়বেন।

[সেলিম ও আনার অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করল। যোধপুরী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাইরের দিকে চাইলেন। নিঃশব্দে সম্রাটের প্রবেশ]

আকবর। সম্রাজ্ঞীর শারীরিক কুশল তো?

যোধপুরী। (চমকে উঠে অভিবাদন ক'রে) কে, সম্রাট? কি সৌভাগ্য, সহসা এতদিন পরে যোধপুরীর স্বাস্থ্যের কথা মনে পড়ল!

আকবর। তা এ অনুযোগ তুমি করতে পার বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, এই বিরাট সাম্রাজ্যের পরিচালনভার একমাত্র তোমার এই অধম স্বামীটির উপর। তোমার সাম্রাজ্যের সংবাদ নিতে নিতে তোমার সংবাদ যদি না-ই নিতে পারি প্রিয়তমে, তবে আমায় মার্জনা করাই উচিত। সবই তো তোমার মহিষী।

যোধপুরী। সম্রাট, আজ আমার মনে বড় শান্তি এল।

আকবর। ঈশ্বর করুন অহরহ তোমার মনে শান্তি আসুক, কিন্তু বিশেষ ক'রে এখন আসবার কারণটা জানতে পারি কি?

যোধপুরী। যোধপুরীকে দেখে এখনও যে সম্রাটের পরিহাস করবার সাধ যায়—একথা মনে হলে মন নিশ্চিন্ত হয়, মনে হয় বুঝি এখনও বার্ধক্য আসে নি!

আকবর। তোমার বার্ধক্য প্রিয়ে! এক-একটি বসন্ত তোমার দেহে রূপের সম্ভার বাড়িয়ে দিয়েই যাচ্ছে, তোমাকে দেখলে তোমাদের মহাভারতের স্থির-যৌবনা কুন্তীকে মনে পড়ে।

যোধপুরী। চাটুবাদে সম্রাটের অসাধারণ নৈপুণ্য অধীনীর জানা আছে। তার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক।

আকবর। চাটুবাদ নয় বেগম। ওটা আমার অন্তরের কথা। দেখ না তাই আজও আমি অন্য কোন বেগমের দিকে চাইতেই পারি না।

যোধপুরী। খালি সময়ে সময়ে ক্রীতদাসীদের বিয়ে করতে—(কথাটা বলেই বুঝলেন বলা উচিত হয় নি)। বাজে কথা থাক্ সম্রাট, আপনার কি প্রয়োজন আছে দাসীর সঙ্গে জানিয়েছিলেন ?

আকবর। প্রয়োজন ?···দেখ সম্রাজ্ঞী, প্রয়োজন হয়ত অনেক থাকে কিন্তু তোমার সামনে এলেই প্রয়োজনের কথা ভুলে যাই। ভাল কথা, তোমার দাসী আনারকলির খবর কি, তার মন স্থির হ'ল ?

যোধপুরী। হ্যাঁ সম্রাট, সে মন স্থির করেছে। আপনার অনুমতি হলে সে আপনার কাছে গিয়ে মার্জনা ভিক্ষা ক'রে আসবে।

আকবর। না না, মার্জনার আবশ্যক কি ? বরং তাড়াতাড়ি একটা বিয়ের দিন দেখে সেই ব্যবস্থাই—

যোধপুরী। আপনার আদেশ হলেই সে আয়োজন করতে পারি। সম্রাট-পুত্রের বিবাহের পূর্বে যে সব প্রচলিত প্রথা আছে—

আকবর। কার, কার বিবাহের— ?

যোধপুরী। সম্রাট-পুত্রের—সেলিমের। সেলিম অবশ্য আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে যাবে।

আকবর। সেলিমের— ?

যোধপুরী। হ্যাঁ সম্রাট, আনারকলি চিরকালই মনে মনে সেলিমকে কামনা ক'রে এসেছে, আর সেলিমও আনারকলিকে মনে মনে ভালবাসে। আনারকলির আভিজাত্য-হীনতার জন্য এতদিন আমি সম্মতি দিই নি। কিন্তু সম্রাট স্বয়ং যখন তাকে বিয়ে করতে চাইলেন তখন আমার মনের সব দ্বিধা ঘুচে গেল। আপনিও প্রসন্নমনে সম্মতি দিন সম্রাট।

আকবর। নিশ্চয়। নিশ্চয়। এ সংবাদে আমার মনে বড় আনন্দ হ'ল। আমার এ পরিণত বয়সে ওসব কি পোষায় ? শুধু ওকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলাম বৈ তো নয়! সম্রাট-মহিষী না হয়ে না হয় তাঁর পুত্রবধূ—ও একই কথা!

একই কথা! আমার সম্মতি রইল। হ্যাঁ, আমার সম্মতি রইল!

[প্রস্থানোদ্যত]

যোধপুরী। সম্রাটের কি প্রয়োজন ছিল যে?

আকবর। এখন থাক্।

[প্রস্থান। যোধপুরী তাঁর প্রস্থানের পর কিছুক্ষণ সেই নিষ্ক্রমণ পথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠল।...তিনি একটি দড়ি ধরে টানলেন]

[প্রহরীর প্রবেশ]

যোধপুরী। শাহ্‌জাদা সেলিমকে এই মুহূর্তে যেখান থেকে হোক খুঁজে নিয়ে আয়—বলবি আমার হুকুম।

[প্রহরীর প্রস্থান। যোধপুরী অধীরভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন]

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম, সম্রাট এসেছিলেন! তাঁকে আমি তোমাদের বিবাহের অনুমতি চাইতে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়ে গেলেন। বিনা আপত্তিতে, মনে রেখো!

সেলিম। একটি বাধাও তুললেন না?

যোধপুরী। না, একটিও না।...সেলিম, আমি ভয় পাচ্ছি!...তুমি এক কাজ করো, এখনই একবার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করো, তাঁর মৌখিক অনুমতি নিয়ে এস। আমি এধারে আয়োজন করি, যেমন ক'রেই হোক আজ রাত্রেই বিবাহ সেরে ফেলতে হবে। বিবাহ হয়ে গেলে অনেকটা নিরাপদ—কিন্তু তার আগে কিছুই বিশ্বাস নেই।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের একটি কক্ষ। আকবর ও নবী।

আকবর। মৌলবী সাহেবকে বলে আয় যে প্রাসাদের মধ্যে বা দিল্লী শহরে যত মোল্লা আছেন তাঁদের কাছে আমার আদেশ জানাতে যে আজ থেকে আগামী তিন দিন কোনও বিবাহে তাঁরা যেন যোগদান না করেন। কোনও মোল্লা যদি কোন বিবাহে যোগ দেন তাহলে তাঁর প্রাণদণ্ড হবে। আমার এই লিখিত আদেশ তাঁকে দেখাবে।···বাইরে সৈন্যাধ্যক্ষ এনায়েৎ খাঁ অপেক্ষা করছেন, যাবার সময় পাঠিয়ে দিয়ে যা।

[অভিবাদন করে নবীর প্রস্থান। একটু পরে এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ]

আকবর। এনায়েৎ খাঁ! বাংলাদেশ থেকে এইমাত্র পত্র পেলুম সেখানকার বিদ্রোহ নাকি প্রবল আকার ধারণ করেছে। মহারাজা মানসিংহ একা সে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হচ্ছেন না, সেখানে অবিলম্বে সাহায্য পাঠানো আবশ্যক।··· আমি স্থির করেছি আজ রাত্রেই শাহ্‌জাদা সেলিমের অধিনায়কত্বে এক বাহিনী সৈন্য প্রেরণ করব।

এনায়েৎ। আজ রাত্রেই?

আকবর। (একটু কঠিন স্বরে) হ্যাঁ, আজ রাত্রেই। আপনি এখনই যান, এক প্রহরের মধ্যে সমস্ত সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি রসদসুদ্ধ যেন যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকে। আপনার অধীনে যে পাঁচ হাজার সৈন্য আছে তার সঙ্গে আহ্‌মেদ আলীর পাঁচ হাজার সৈন্য একত্র ক'রে নেবেন আর শাহ্‌জাদা সেলিমের সহকারী সেনাপতিরূপে আপনি যাবেন।

এনায়েৎ। আপনার আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালিত হবে। কিন্তু সম্রাট মান-সিংহের যদি সাহায্যের আবশ্যক হয়ে থাকে তো মাত্র দশ হাজার সৈন্য পাঠানো কি

উচিত হবে ? বিশেষতঃ এক প্রহরের মধ্যে দশ হাজার সৈন্যের সজ্জা প্রায় অসম্ভব।

আকবর। আপনি কি আমার আদেশ শুনতে পান নি ?

এনায়েৎ। মার্জনা করবেন সম্রাট, এখনই যাচ্ছি…

আকবর। মুরাদ খাঁকে একবার এইখানে পাঠিয়ে দেবেন…হ্যাঁ…শুনুন এনায়েৎ খাঁ, মহারাজ মানসিংহের নামে একখানা পত্র আছে…আপনি গিয়ে সর্বাগ্রে এখানা তাঁকে দেবেন। সেলিমের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবার আগে—মনে থাকে যেন!

[এনায়েৎ খাঁর প্রস্থান। সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। সম্রাট্!

আকবর। কে, সেলিম! এস, এস, তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তোমাকে আজ রাত্রেই বাংলাদেশে যাত্রা করতে হবে। দশ সহস্র সৈন্য সহ এনায়েৎ খাঁ তোমার সঙ্গে যাবেন।

সেলিম। আজ রাত্রে ? বাংলাদেশে ? সম্রাট—

আকবর। হ্যাঁ, বৎস। তুমি বিস্মিত হচ্ছ যে! হিন্দুস্তানের ভাবী সম্রাট অন্ধকার রাতকে ভয় করে তা জানতুম না তো!

সেলিম। সম্রাট আকবরের পুত্র ঈশ্বর এবং তার পিতা ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না—এমন কি মৃত্যুকেও না।

আকবর। এই তো তোমার উপযুক্ত কথা বৎস। বড় সন্তুষ্ট হলুম।…হ্যাঁ, তাহলে যাও। আর দেরি করো না, এক প্রহরের মধ্যে যাত্রা করতে হবে, প্রস্তুত হও গে।

সেলিম। কিন্তু সম্রাট—

আকবর (ভ্রূকুটি ক'রে) কিন্তু কি ? বল—

সেলিম। সম্রাট, আমার বিবাহের আয়োজন প্রস্তুত। আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করতে এসেছি। শুধু আজ রাতটা আমায় মার্জনা করুন।

আকবর। তোমার বিবাহ!…ওঃ—হ্যাঁ। সেই বাঁদী আনারকলির সঙ্গে তোমার বিবাহের কথা মহিষী বলছিলেন বটে। আমিও অনুমতি দিয়ে এসেছি। (খুব মোলায়েম স্বরে) তা বিবাহের জন্য এত তাড়াতাড়ি কি বৎস! ভেবে দেখ, বাংলায় সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা স্বপ্নে পরিণত হবে যদি এই যুদ্ধে আমরা হেরে যাই। মানসিংহ যে অবস্থায় আছেন, খুব শীঘ্র সেখানে সাহায্য পাঠাতে না পারলে আমাকে হয়ত অমন বিচক্ষণ সেনাপতিও হারাতে হবে।…দশদিনের মধ্যে তোমার বাংলায় পৌঁছনো আবশ্যক। যেমন করেই হোক। সুতরাং আজকের রাত্রি বৃথা নষ্ট হতে দিতে পারি না। আর এক প্রহরের মধ্যে তোমায় যাত্রা করতে হবে।… আশীর্বাদ করি সত্বর বিজয়ী হয়ে ফিরে এস, তখন তোমার বিবাহ-উৎসব হবে তোমার পুরস্কার।

সেলিম। আজকের রাত্রিটুকু আমায় সময় দিন সম্রাট, আমি প্রতিজ্ঞা করছি পথে এই ক্ষতি আমি যেমন ক'রে হোক পূর্ণ করে নেব।

আকবর। (সোজা হয়ে—উদ্ধত কঠিনস্বরে) আমার আদেশ সেলিম!

[উত্তরের অবকাশ না দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সেলিমের প্রস্থান]

[মুরাদ খাঁর প্রবেশ]

মুরাদ। এ কি! সম্রাট কোথায়?

[আকবরের প্রবেশ]

আকবর। সম্রাট প্রয়োজনের সময় যথাস্থানেই থাকেন মুরাদ খাঁ!

মুরাদ। (চমকে উঠে—অভিবাদন) সম্রাট তাঁর দাসকে স্মরণ করেছিলেন—

আকবর। হ্যাঁ, স্মরণ করেছিলুম। মুরাদ খাঁ, আপনার প্রভুভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট।

মুরাদ। (আর একদফা অভিবাদন) আমার সৌভাগ্য!

আকবর। (খানিকটা নিঃশব্দে পদচারণ করে) আপনার উপর আমার

পরিপূর্ণ আস্থা আছে।

মুরাদ। আমার জন্ম সার্থক সম্রাট।

আকবর। আপনার উপর তাই এক অতি গোপনীয় কার্যের ভার দিতে চাই—আশা করি আপনি আমার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

মুরাদ। আমার মাথা দিয়েও আপনার বিশ্বাস বজায় রাখব।

আকবর। শুনুন—মহামান্যা যোধপুরী মহিষীর মহলে আনারকলি বলে এক বাঁদী আছে জানেন?

মুরাদ। জানতুম না। আজ শুনলাম তার কথা।

আকবর। কি শুনলেন?

মুরাদ। শাহ্‌জাদার সঙ্গে নাকি তাঁর বিবাহ হবে!

আকবর। হুঁ। সেই আনারকলিকে আজই শেষ-রাত্রে সকলকার অজ্ঞাতসারে লাহোর দুর্গে সরিয়ে ফেলতে হবে। কেউ যেন না জানতে পারে। মনে থাকে যেন। যদি একথা প্রচার হয় আপনার প্রাণদণ্ড হবে। আর কার্য যদি সফল হয়, পাঞ্জাবের সুবেদারী আপনার।

মুরাদ। কেউ জানবে না।

আকবর। (দৃষ্টি কঠিন হ'ল) সেইখানে তাকে আজীবন বন্দী ক'রে রাখা হবে। জীবিত অবস্থায় সে সেখান থেকে আর বেরোবে না।…কিন্তু মনে থাকে যেন—কেউ জানবে না!

মুরাদ। তাই হবে সম্রাট।

আকবর। লাহোর দুর্গাধ্যক্ষের নামে এই চিঠি নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে তার জিম্মা ক'রে দিলেই আপনার ছুটি। ফিরে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

মুরাদ। আপনার আদেশ শিরোধার্য।

তৃতীয় দৃশ্য

যোধপুরীর মহল। আনারকলির কক্ষ। আনারকলি আসন্ন বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। যোধপুরী প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। মা, হ'ল না।

যোধপুরী। হ'ল না—সে কি!

সেলিম। সম্রাটের আদেশ, আর এক প্রহরের মধ্যে আমায় বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে।

যোধপুরী। (পাংশুমুখে) আজ রাত্রে—এখনই?

সেলিম। হ্যাঁ, আজ রাত্রে, এখনই।

যোধপুরী। তার আগে—

সেলিম। সবটা এখনও শোন নি মা। দিল্লী শহরের কোন মোল্লা আগামী তিন দিনের মধ্যে কোন বিবাহ দিতে পারবেন না। সম্রাটের এই রকম আদেশ আছে।

যোধপুরী। সেলিম—(ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। কথা বের হ'ল না)

সেলিম। মা—(হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে) মোল্লা বিবাহ না দিলেও ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে আর তোমায় সাক্ষী রেখে বলছি যে ও আমার ধর্মপত্নী। মা, তোমার পুত্রবধূকে তুমি রক্ষা করো।

যোধপুরী। আমার সাধ্যের বাইরে সেলিম—ঈশ্বরকে ডাক—যদি তিনি রক্ষা করতে পারেন!

সেলিম। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর—

[সেলিম হাত বাড়িয়ে দিলেন—আনারকলি হাত ধরে হাঁটু গেড়ে বসল]

যোধপুরী। ঈশ্বর আমার পুত্র-কন্যাকে রক্ষা করুন। এর চেয়ে বেশী বলার

নেই।

[প্রস্থান]

সেলিম। আনার—

আনার। আমার অদৃষ্ট প্রিয়তম। আমি এ জানতুম। 'আমার নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে এল এই পথে। আমার আর রক্ষা নেই—

সেলিম। ওসব কথা কেন বলছ আনার?

আনার। বুঝতে পারছ না প্রিয়তম…সম্রাট এ বিবাহে কেন এমন ক'রে বাধা দিলেন!…কিছুতেই হ'ল না। এ দেখেও কি সত্যটা বুঝতে পারছ না?… বুঝতে পারছ না আমার অদৃষ্টে কি আছে—অনুভব করছ না যে এই আমাদের শেষ দেখা!…ছিঃ ছিঃ সেলিম, তুমি বীর, তোমার চোখে জল কেন? (মুছিয়ে দিয়ে)…চোখের জল ফেলে আমাদের মিলনের এই স্বল্প অবসরটুকুকে ম্লান ক'রে তুলো না। পরিপূর্ণ ক'রে তোল প্রিয়তম, মিলনের এই উৎসবকে বিদায়ের আগে! এই যে তোমার আনার—তার নৃত্য গীত হাসিতে তোমার বিদায়ের পাত্রকে ভরে নিয়ে যাও, নাও—নাও—তোমার দাসীকে—

সেলিম। এবার তো তুমিই কাঁদছ আনার!

আনার। আমি—না—গান শুনবে? এই দেখ হাসছি!

সেলিম। গাও, গাও, আনার। হয়ত এই আমাদের শেষ দেখা—আমার জন্য যে গান রচনা করেছ তাই গাও—শুধু আমার জন্য—

আনার। শুনবে? শোন—

[গান : তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে।]

শুনলে, শুনলে বন্ধু গান?

সেলিম। এ গান কেন গাইলে আনার! অন্য গান—আরও ভাল, আরও মধুর, কিন্তু এত দুঃখময় না হয় আনার, আমার বুক ফেটে কান্না বেরুচ্ছে, ভুলিয়ে দাও একটুখানি সে বেদনাকে।

আনার। সেলিম, একবার ভাল ক'রে দাঁড়াও তুমি আমার সামনে, হয়ত চিরকালের মতো দেখা, বুক ভরে নিই তোমার ঐ রূপে—

সেলিম। আনার, কিন্তু আর যে সময় নেই। বিদায় দাও সখী, যাবার সময় হ'ল—

আনার। যাবে প্রিয়তম, যাও···(ছুটে এসে হাত ধরে) বল বল একেবারে ভুলে যাবে না তোমার আনারকে!

সেলিম। তুমি নিশ্চিন্ত হও প্রিয়তমে, আমার বুকের ভিতর যদি নজর চলে দেখতে পাবে সেখানে আগুনের অক্ষরে আনারকলির নাম লেখা রইল। সম্রাট-পুত্রের, দিল্লীর ভাবী সম্রাটের শপথ রইল তোমার স্মৃতিকে আমার মন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পূজা করবে। আর—আর, যদি সত্যিই কোন অনিষ্ট তোমার হয়, তার প্রতিশোধ তোমার সেলিম নেবে—তাকে কোনও দিন মার্জনা করবে না।

আনার। যাও তুমি, মৃত্যুতে আর আমার কোন ভয় নেই। তোমার ভালবাসা পরপারের সব অন্ধকারকে নিমেষে দূর করবে—

সেলিম। (হাঁটু গেড়ে সামনে বসে পড়ে) আমায় মার্জনা করতে পারবে আনার! যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে—আমিই তার কারণ।

আনার। (তার গলা জড়িয়ে) তুমি পাগল! যেটুকু পেলুম, আনারের জীবনে তা সহস্র মৃত্যুর চেয়ে মূল্যবান নয় কি?

সেলিম। তবে যাই···

[প্রস্থানোদ্যত]

আনার। (আর্তস্বরে) সেলিম, সেলিম, একটু—আর একটুখানি—

[সেলিম ছুটে এলেন। মুহূর্তে দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। অনেকক্ষণ পরে—]

সেলিম। (চুপি চুপি) তবে যাই প্রিয়ে—

[প্রস্থান]

[আনারকলি মেঝেতে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কৃষ্ণবর্ণ পোশাক পরে মুরাদ খাঁর প্রবেশ। একটা কালো চাদর পিছন থেকে আনারের গায়ে ফেলে দিল। সব আলো নিমেষে নিভে গেল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বাংলার যুদ্ধশিবির। মানসিংহ ও এনায়েৎ খাঁ।

মানসিংহ। কি বলছ এনায়েৎ খাঁ! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। দশ হাজার সৈন্যসুদ্ধ সেলিমকে সম্রাট পাঠিয়েছেন আমার সাহায্যার্থে? আমি চেয়ে পাঠিয়েছি? আমি বিপদগ্রস্ত? এখানে এখন যুদ্ধ কোথায় যে আমি বিপদগ্রস্ত হব! তুমি কি পরিহাস করছ?

এনায়েৎ। পরিহাস করছি কি না সম্রাটের চিঠি পড়ে দেখুন!

মানসিংহ। সেলিম কোথায়?

এনায়েৎ। পিছনে আসছেন। আমি প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে একটু আগে এসেছি। সম্রাটের আদেশ ছিল শাহ্‌জাদার সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ হবার আগে এই পত্র মহারাজার হস্তগত হওয়া চাই।

মানসিংহ। কই, চিঠি দেখি? (এনায়েৎ খাঁ পত্র দিলেন। পড়ে) এনায়েৎ খাঁ! তোমায় আমি বিশ্বাস করি তাই তোমায় বলছি, শোন দেখি, এ চিঠির মর্ম কিছু বুঝতে পার কিনা:

'মহারাজা, আপনি ওখানে যুদ্ধের জন্য যে সৈন্য প্রার্থনা করিয়াছেন তদনুসারে দশ সহস্র সৈন্য পাঠাইতেছি। শাহ্‌জাদা সেলিমকে ঐ সৈন্যের

অধিনায়কস্বরূপ পাঠাইলাম। শাহ্‌জাদা কিছুদিন আপনার অধীনে থাকিয়া যুদ্ধ শিখুন—আমার এই ইচ্ছা। উঁহাকে এখন তাড়াতাড়ি দিল্লীতে পাঠাইবার আবশ্যক নাই।'

বুঝলে কিছু?

এনায়েৎ। না, আমার বুদ্ধির অগোচর।

মান। হুঁ।...আচ্ছা, দিল্লী প্রাসাদের সব চেয়ে আশ্চর্য খবর এর মধ্যে কি আছে বলতে পার? তুমি যাত্রা করার আগে কি শুনে এসেছ?

এনায়েৎ। আশ্চর্য খবর আর কি!...এর মধ্যে...আশ্চর্য খবর...এক খুশ্‌-রোজের মেলাতে একটা জনরব শুনেছিলাম বটে...তা সে...

মান। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই জনরব।...আমার মনেই ছিল না যে এর মধ্যে নওরোজের মেলা হয়ে গেছে...কি জনরব বল দেখি?

এনায়েৎ। জনরব শুনেছিলাম, যে খুশ্‌রোজের মেলাতে নাকি সম্রাট যোধপুরী বেগমের এক ইরানী বাঁদীকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এমন কি তিনি তাকে বিবাহ করতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই বাঁদী রাজী হয় নি—

মান। তারপর, তারপর—থেমো না বলে যাও—আমি ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে উঠছি—। সম্রাট যথারীতি তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে রাজী হয় নি, তারপর—?

এনায়েৎ। শাহ্‌জাদা সেলিমও ঐদিন তাকে দেখতে পান এবং তিনিও—

মান। বুঝেছি তিনিও—। তারপর?

এনায়েৎ। বাঁদী সম্রাটকে প্রত্যাখ্যান করলেও সম্রাট-পুত্রকে করে নি। তারা উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত হয়, ফলে উভয়ের বিবাহ স্থির হয়। যেদিন বিবাহ হবার কথা, সেইদিনই সহসা যাত্রা করতে হ'ল বলে—

মান। (যেন কথা কেড়ে নিয়ে) সেদিন বিবাহ হয় নি? সেলিম ফিরলে হবে, কেমন তো? বাস্, সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো সহজ হয়ে গেল।...এনায়েৎ

খাঁ, তুমি এত বৎসর বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করলে—তবু কেন যে তোমার পদোন্নতি হ'ল না তা আজ বুঝলুম !

এনায়েৎ। কেন মহারাজ ?

মান। তোমার নির্বুদ্ধিতা।…নইলে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এই ব্যাপারটা বুঝতে তোমার এত বিলম্ব হয় ! না, এমন গুরুতর ব্যাপারটা তোমার গোড়াতে বিস্মরণ হয় !

এনায়েৎ। আমি যে এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না !

মান। তুমি একেবারে নেহাৎ—কি বলব ! থাক। এটা কিছুই না, শুধু সেলিমকে কিছুদিনের জন্য বাইরে সরিয়ে দেওয়ার ছল মাত্র। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে না পারে, তারই ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে। "উঁহাকে এখন তাড়াতাড়ি দিল্লীতে পাঠাইবার আবশ্যক নেই"…হুঁ !

এনায়েৎ। তাতে সম্রাটের লাভ ?

মান। সেলিমের অনুপস্থিতিতে তিনি বাঁদীকে লাভ করার সুযোগ পেতে পারেন—সেলিমও ততদিনে ভুলে যেতে পারে। মোটামুটি এই মনে হয়, তবে আরও কিছু উদ্দেশ্য থাকতে পারে অবশ্য, মেয়েটার যদি ভীষণ রকমের মন্দভাগ্য হয়—

এনায়েৎ। তার মানে ? মৃত্যু ?

মান। আরও ভীষণ রকমের কিছু ! যাক্, ওসব কথাতে আমাদের আর দরকার নেই—।

এনায়েৎ। উঃ, কি ভীষণ চাল—।

মান। এটুকু শিখলে এই বিরাট সাম্রাজ্যের মালিক তুমিও হতে পারতে !

[দ্বারীর প্রবেশ]

দ্বারী। শাহ্‌জাদা সেলিম আসছেন—

[দ্বারীর প্রস্থান। সেলিমের প্রবেশ। উভয়ের অভিবাদন]

মান। আসুন শাহ্‌জাদা!

সেলিম। মহারাজ, আপনার কুশল তো?

মান। পরম করুণাময় জগদীশ্বর এবং স্নেহময় দিল্লীশ্বরের কৃপায় আপাততঃ কুশল বটে, কিন্তু সম্প্রতি এই বিদ্রোহ নিয়ে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।

এনায়েৎ। এই যে আপনি বললেন মহারাজা, এখানে এখন যুদ্ধ—

মান। এনায়েৎ খাঁ! আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, আপনি বিশ্রাম করুন গে। শাহ্‌জাদা আপনিও এখন বিশ্রাম করুন···এই কদিনে আপনাকে এতখানি পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন—এখন আর যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা নয়—

সেলিম। আমি এত ক্লান্ত—দেহে এবং মনে যে আমি সত্যিই বসে থাকতে পর্যন্ত পারছি না—

[দ্বারীর প্রবেশ]

দ্বারী। জাঁহাপনা, এক ব্রাহ্মণ দিল্লী থেকে এসে পৌঁচেছেন এইমাত্র। শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা করতে চান। হজরৎ বাদশাবেগম নাকি শাহ্‌জাদার কল্যাণের জন্য কি আশীর্বাদী পাঠিয়েছেন···

মান। (ভীষণ ব্যস্ত হয়ে) এখন কিছুতেই দেখা হবে না, কোনও রকমে তার সঙ্গে দেখা হতে পারবে না। হয়তো শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, কী মন্দ উদ্দেশ্য আছে···

দ্বারী। তার কাছে শাহ্‌বেগমের পাঞ্জা রয়েছে।

মান। চুরি ক'রেও তো আনতে পারে! তাছাড়া শাহ্‌জাদা এখন অত্যন্ত ক্লান্ত—এখন তাঁকে বিরক্ত করতে দিতে কিছুতেই পারি না। আগে আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখি, তারপর শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা হবে—যা, তাকে আমার মন্ত্রণা-ঘরে নজরবন্দী করে রাখ্—।

সেলিম। আস্তে মহারাজ।···দিল্লী থেকে এসেছে, মা পাঠিয়েছেন।···দ্বারী, আমি এখনই তার সঙ্গে দেখা করব, এইখানেই। তাকে নিয়ে এস আর আমার

শরীররক্ষীর সেনানায়ক মীরহবিব বাইরে অপেক্ষা করছেন, তাঁকে পাঠিয়ে দাও—

মান। শাহ্‌জাদা আপনি বুঝতে পারছেন না—

সেলিম। আমি বুঝতে পেরেছি মহারাজা।

মান। কতরকম বিপদ হতে পারে ঐ থেকে—

সেলিম। (কঠিন স্বরে) মহারাজা মানসিংহ! আমি তৈমুরের বংশধর—সম্রাট আকবরের পুত্র! বিপদ শব্দের অর্থ জানি না!…আমি বড় ক্লান্ত, আমি এইখানেই ওর সঙ্গে দেখা করব…যদি আপনারা দয়া ক'রে—

মান। আপনার যা অভিরুচি শাহ্‌জাদা, এস এনায়েৎ খাঁ।

[এনায়েৎ ও মানসিংহের প্রস্থান। দ্বারী, ব্রাহ্মণ ও মীরহবিবের প্রবেশ]

সেলিম। (দ্বারীকে) তুমি যেতে পার।

[দ্বারীর প্রস্থান]

মীরহবিব, তুমি পাহারায় থাক, যেন কোনও লোক আমাদের কথাবার্তার সময় আড়াল থেকে না শোনে। যদি কেউ শোনবার চেষ্টা করে, তাকে তৎক্ষণাৎ বধ করবে—তা সে যত বড়ই পদস্থ হোক।

[মীরহবিবের প্রস্থান]

ব্রাহ্মণ, তুমি মায়ের কাছ থেকে আসছ? তোমায় যেন প্রাসাদে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে!

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, শাহ্‌জাদা। আমি আপনার মায়ের পূজারী।

সেলিম। মায়ের চিঠি এনেছ?

ব্রাহ্মণ। না। যে গুরুতর সংবাদ আমি বহন ক'রে এনেছি তা চিঠিতে পাঠানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। যা বক্তব্য তিনি মুখে বলে দিয়েছেন।…নিদর্শন-স্বরূপ পাঞ্জা আর এই আংটি পাঠিয়েছেন।

[সেলিম নিদর্শন পরীক্ষা করে সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকালেন]

সেলিম। এ আংটি আমি চিনি, এ মায়েরই বটে। বল, কি বলবে!

ব্রাহ্মণ। শাহ্‌জাদা অত্যন্ত মর্মান্তিক কথা আমায় বলতে হবে। আপনি মন প্রস্তুত করুন।

সেলিম। ব্রাহ্মণ, সারা পথ আমি সংশয়ে দগ্ধ হতে হতে এসেছি—এখনও তোমার কথার সারাংশ অনুমান করতে পারছি। তুমি শীঘ্র বল—।

ব্রাহ্মণ। শাহ্‌জাদা, সেদিন আপনি সসৈন্যে প্রাসাদ ত্যাগ করবার পরই সম্রাজ্ঞী আনারকলির ঘরে গিয়েছিলেন কিন্তু তাকে দেখতে পান নি। তারপর সমস্ত রাত্রি ধরে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও আনারকলিকে কোথাও পান নি। কেউ সংবাদ দিতে পারে নি সে কোথায়। সারা রাত্র বৃথা চেষ্টার পর সম্রাজ্ঞী প্রত্যূষে পাঠিয়েছেন আপনাকে সংবাদ দেবার জন্য। তাঁর আদেশ ছিল আপনি এখানে পৌছবার আগে আপনার কাছে যেন সংবাদ পৌছয়, কিন্তু বহু চেষ্টা ক'রেও তা পারি নি, আমায় মার্জনা করবেন।

সেলিম। (কিছুক্ষণ বিমূঢ় স্তব্ধভাবে বসে থেকে) আনার নেই! তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!…মীরহবিব?

[মীরহবিবের প্রবেশ]

মীর। শাহ্‌জাদা ডাকছিলেন?

সেলিম। মীরহবিব, তুমি শুধু আমার কর্মচারী নও, আমার বন্ধু। আমি ভীষণ বিপদগ্রস্ত, আমায় সাহায্য করতে পারবে?

মীর। মানুষের শক্তিতে যতদূর সম্ভব তা আমি করব, তার বেশী অসম্ভব।

সেলিম। তোমার দেহরক্ষী সৈন্যরা এখনই দিল্লীর পথে যাত্রা করতে পারবে?

মীর। যাত্রা তারা জাঁহাপনার আদেশ পেলেই করবে, কিন্তু কজন শেষ পর্যন্ত দিল্লী পৌছবে সেই বিষয়ে একটু সন্দেহ আছে। তারা অত্যন্ত ক্লান্ত শাহ্‌জাদা।

সেলিম। তাদের মধ্যে এমন বলিষ্ঠ কজন আছে তুমি মনে কর, যারা শেষ

পর্যন্ত পৌঁছবে?

মীর। একশো জন হতে পারে।

সেলিম। বেশ, ঐ একশো হলেই চলবে। তুমি সেই একশো জন লোককে এখনই প্রস্তুত কর গে। বাকি সব সৈন্য যেন কাল যাত্রা করে। আর এই ব্রাহ্মণকে তুমি নিজে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—ইনিও ওদের সঙ্গে কাল যাবেন। এঁর নিরাপদে পৌঁছনোর জন্য তারা দায়ী, মনে থাকে যেন। ব্রাহ্মণ, এই মুক্তার মালা নিন আপনার সম্মান।

[মানসিংহের প্রবেশ]

মান। শাহ্‌জাদা, এইবার আসুন বিশ্রাম করবেন।

সেলিম। আমার আর বিশ্রাম অদৃষ্টে নেই মহারাজা, আমি এই মুহূর্তে দিল্লী যাত্রা করব!

মান। সে কি শাহ্‌জাদা?

সেলিম। দিল্লীতে আমার বিশেষ কাজ আছে—

মান। কিন্তু তার থেকেও জরুরী কাজের জন্য সম্রাট আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন যে!

সেলিম। সৈন্যরা রইল, এনায়েৎ খাঁ রইল, আর বিশেষতঃ আপনি রইলেন!

মান। কিন্তু আপনারও তো প্রয়োজন আছে বলেই সম্রাট পাঠিয়েছেন—

সেলিম। মহারাজা! বৃথা বাক্যব্যয় ক'রে কোন লাভ নেই—যে কুৎসিত ষড়যন্ত্র ক'রে আপনারা আমায় টেনে এনেছেন তা আমি জানতে পেরেছি। আমি আপনাদের ও প্রয়োজন জানি।

মান। তাহলে এটাও জানেন নিশ্চয় যে আপনাকে এখন দিল্লীতে যেতে দিতে সম্রাটের নিষেধ আছে!

সেলিম। একজন সম্রাটের আদেশ কেন, সহস্র সম্রাটের আদেশও আজ আমায় ধরে রাখতে পারবে না—

মান। শাহ্‌জাদা, সম্রাটের আদেশ খুব স্পষ্ট। আপনি বিশ্রাম করবেন চলুন—

সেলিম। মহারাজা, আমার ইচ্ছা আরও স্পষ্ট।

মান। আমি হয়ত বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

সেলিম। সাধ্য থাকে করুন।...মহারাজা, আপনি বাতুল, নইলে এমন কথা মুখে আনতে পারতেন না! আপনি কি মনে করেন যে কোনও সৈন্য আপনার আদেশে তার শাহ্‌জাদার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে?...আর যদিও করে, তবুও আমি যাব—সহস্র শৃগালের ভয়ে সিংহ কখনও নিজের কাজ ভুলে যায় না। মীর-হবিব, আমার শরীররক্ষীদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করো গে!

[মীরহবিব ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান]

আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা আপনি আগেও বারকয়েক করেছিলেন...। আপনি আমার বংশমর্যাদা ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয়।...

মান। সামান্য কারণে রাজরোষ ডেকে আনছেন শাহ্‌জাদা!

সেলিম। শুধু রাজরোষ নয়, ঈশ্বরের রোষকেও আমি তুচ্ছ মনে করি যদি সে রোষ অন্যায় হয়। আর তুচ্ছ কারণ বলছেন! আমার স্ত্রী, আমার কিশোরী বধু, যার একমাত্র অপরাধ সে আমায় ভালবেসেছে, তার ওপর এই নৃশংস অত্যাচার হচ্ছে আর আমি এখানে সেই অন্যায়কারীর ক্রোধের ভয়ে চুপ ক'রে বসে থাকব? সে আমায় বারণ করেছিল, মা আমায় নিষেধ করেছিলেন কিন্তু আমি শুনি নি—সে জানত তাকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করবার শক্তি আমার নেই, তবুও সে আমারই ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেছিল। কী বলছেন মহারাজ, আমি এইখানে, আমার প্রাণের ভয়ে, চুপ ক'রে বসে শুধু মনে মনে তার অসহায় মুখ কল্পনা করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব! সেই বালিকা, সে হয়ত এখনও একান্ত বিশ্বাসে ভাবছে তার স্বামী তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেই, আর আমি প্রাণের ভয়ে এইখানে চুপ ক'রে বসে থাকব? মহারাজা মানসিংহ, সম্রাট আকবর যদি আজ এই মুহূর্তে তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে আমার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ান,

তবুও আমি যাব—পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও আমার প্রিয়তমাকে খুঁজে আনব—আমার আনার—আমার স্ত্রী—

[প্রস্থান]

এনায়েৎ। মহারাজা, এখন কি করবেন?

মান। কিছুই না। সম্রাট বরং এ অপরাধ মার্জনা করবেন কিন্তু সেলিমের গায়ে অস্ত্রাঘাত করলে তিনি কিছুতেই মাপ করবেন না।…আর ও যেরকম ক্ষেপেছে, ওকে শুধু ভয় দেখিয়ে বাগানো যাবে না—। আমি খালি ভাবছি সম্রাটের কথা, তিনি বড় ভুল করলেন!

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাহোর দুর্গ। দুর্গের পিছনের উদ্যান। আনারকলি পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

আনার। দিনের পর দিন কেটে যায়—রাত্রির পর রাত্রি কাটে—তোমার আনার যে বড় একা প্রিয়তম! শুনতে পাচ্ছ না প্রভু তার এই আবেদন, অনুভব করছ না তার নিঃসঙ্গতা, তার ব্যথা? এস সখা, এস গো!…আমার সব দুঃখ আনন্দ হয়ে উঠত যদি নিমেষের জন্য আর একবার তোমার দেখা পেতাম! কে জানে তুমি কোথায় আছ? তুমিও নিশ্চয়ই সুখে নেই, তাই আমার দুঃখ—আমার জন্য তুমি কষ্ট পাবে—সে যে আমি ভাবতেও পারি না!

[নুরুদ্দীনের প্রবেশ]

নুর। কন্যা, আজও তুমি কিছু খাও নি শুনে বড় ক্ষুব্ধ হলুম।

আনার। পিতা, আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা নেই। আমায় মাপ করবেন।

নুরু। বৎসে, তোমার এরই মধ্যে এত হতাশ্বাসের কোনও কারণ নেই, তোমার স্বামী শাহ্‌জাদা সেলিম তোমার সংবাদ পাবেনই। প্রেমিকের কাছ থেকে তার প্রিয়তমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে পারে—বিশ্বে এমন কোন শক্তি নেই মা!

আনার। আমার জন্য শাহ্‌জাদাকে সম্রাটের সঙ্গে বিবাদ করতে হয়—এ আমি কোনও দিনই চাই নি। আমার আর বাঁচতে সাধ নেই—আমি বেঁচে থাকলে এ বিবাদ অবশ্যম্ভাবী।...কিন্তু পিতা, সে বড় চিন্তা করবে। যদি শুধু এইটুকু সংবাদ তাকে পাঠাতে পারতুম যে আমার জন্য চিন্তা যেন সে না করে, তাহলে সুখে মরতে পারতুম।...আপনাকে পিতৃ-সম্বোধন করেছি, আপনার কাছে সত্য ক'রে বলছি অন্য কোনও কথা লিখব না—শুধু এইটুকু সংবাদ তার কাছে পাঠাতে পারেন না? এ স্থানের আভাস পর্যন্ত তাকে দেব না—

নুরু। যদি এ কার্যে শুধু আমারই জীবন বিপন্ন হ'ত, তাহলে আমি হাসি মুখে করতুম মা—কিন্তু সম্রাটের আদেশ আছে, যদি কোনও রকমে তোমার সংবাদ বাইরের কোনও লোক পায় বা তোমার কাছ থেকে কোনও রকম চিঠি বাইরে পৌছয় তাহলে শুধু আমি নয়, আমার স্ত্রী পুত্র পরিবার—এমন কি আমার আত্মীয় ও বন্ধুরা পর্যন্ত সপরিবারে নিহত হবেন।

আনার। (শিউরে) তবে থাক্, আমার প্রয়োজন নেই। ইহজীবনে অনেক লোকের দুঃখের কারণ হয়েছি আর হ'তে চাই না।...আমার মায়ের মতো বেগমসাহেবা, তিনি হয়ত কেঁদে আকুল হচ্ছেন—তিনিও যদি একটা সংবাদ পেতেন!

নুরু। কিন্তু মা, সংবাদ তাঁরা পাবেনই—তুমি আর কিছুদিন ধৈর্য ধর মা। এতটা অনাচার ভগবান সইবেন না কখনও।...কিন্তু তুমি এ-রকম অনাহারে কতদিন থাকবে!

আনার। আমাকে মরতেই হবে।...আমায় বাঁচতে অনুরোধ করবেন না।...

মুরু। (কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে) একটা কথা তোমাকে জানাবার আদেশ ছিল। আমি দাস মাত্র, সম্রাটের আদেশ প্রতিপালন করতে আমি বাধ্য—

আনার। বলুন না, আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? আপনার স্নেহ আমার কারাবাসকে স্বচ্ছন্দ ক'রে তুলেছে, আপনি আমায় কন্যার মতো স্নেহ করেন। আমার কাছে আপনার কোন সঙ্কোচের কারণ নেই পিতা!

মুরু। সম্রাট আকবর তোমায় জানাতে বলেছেন যে যদি তুমি এখনও সেলিমকে ভুলে যাও, সম্রাটকে বিবাহ করতে সম্মত হও, তাহলে সম্রাট্ তোমার জন্য লাহোরে বিশেষ প্রাসাদ তৈরি ক'রে দেবেন। তোমাকে আগ্রায় গিয়ে থাকতেও হবে না। তোমার গর্ভে যদি কোনও সন্তান হয়, তাহলে সে পাঞ্জাব ও কাবুলের অধীশ্বর হবে। সেলিমের সাম্রাজ্য থেকে ঐ দুটি প্রদেশ পৃথক ক'রে দেওয়া হবে। নইলে তোমার জীবদ্দশায় পাঞ্জাব প্রদেশ তোমারই কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। এক কথায় বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রদেশ পাবে যৌতুক। তা ছাড়া একশত ক্রীতদাসী তোমার সেবা করবে, ভাণ্ডারের সমস্ত মণিমাণিক্যের মধ্যে থেকে তুমি তোমার ইচ্ছামতো অলঙ্কার বেছে নেবে—

আনার। পিতা, থাক্ থাক্, মানুষের কুৎসিত লোভের চেহারা দেখে নিশ্বাস রোধ হয়ে আসছে—

মুরু। সম্রাটকে তাহলে আমি কি উত্তর দেব মা?

আনার। সম্রাটকে আপনি বলবেন পিতা, আনার দাসী হলেও এ ঐশ্বর্য ও সম্মানে পদাঘাত করার মতো মনোবল তার আছে। আর আনার ধর্মতঃ তাঁর পুত্রবধূ—এরকম কুৎসিত প্রস্তাব শুনলে তাঁর প্রজারা ভাবতেও পারবে না যে এই লোক তাদের সম্রাট!

মুরু। তোমার যা ইচ্ছা মা—

[প্রস্থান]

আনার। তবে তাই হোক প্রিয়তম। আর তোমার দর্শন আমি চাই না—

তাতে তোমার বিপদ ঘটবে। তুমি আমার অন্তর ভরে আছ, তাই থাকো, চিরদিন ধরে—যুগযুগান্ত ধরে—অন্তরের মধ্যে চলুক আমাদের নিত্য মিলনোৎসব স্বামী।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ। আকবর ও নবী।

আকবর। তোমায় যে ঘর ঠিক করতে বলেছিলাম করেছ ?

নবী। হ্যাঁ, শাহ্‌নশাহ। ঐ পাশের বন্ধ ঘরখানাতে তিনটে তীব্র বিষধর সাপ রেখে দিয়েছি। কাল থেকে তারা উপবাসী আছে। প্রথম যে লোক তাতে প্রবেশ করবে তার মৃত্যু অনিবার্য।

আকবর। তুমি বাইরে অপেক্ষা করো। মুরাদ খাঁ খুব সম্ভব এখনই উপস্থিত হবেন। সোজা তাঁকে এইখানে পাঠিয়ে দেবে।

[নবী অভিবাদন ক'রে প্রস্থান করল]

মুরাদ খাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন খুবই পরিপাটী হয়েছে—। আনারকলিকে কোথায় সরানো হ'ল, এক আমি ছাড়া অন্য কোনও জীবিত ব্যক্তি জানে—এ আমার ইচ্ছা নয়। মুরাদ খাঁ, পাঞ্জাবের সুবেদারীর লোভ আপাততঃ ত্যাগ করতেই হবে বোধ হয় তোমাকে।

[মুরাদ খাঁর প্রবেশ]

মুরাদ খাঁ, আপনি কার্য উদ্ধার ক'রে ফিরেছেন ?

মুরাদ। হ্যাঁ, সম্রাট।

আকবর। আপনার কার্যের কথা কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে ?

মুরাদ। লাহোর দুর্গাধ্যক্ষ ছাড়া আর কেউ জানে না সম্রাট। এই নিন

তাঁর চিঠি—

[পত্র দান]

আক। আমি সব খবর বিস্তৃতভাবে জানতে চাই—কিন্তু এ স্থান নিরাপদ নয়। আপনি ঐ দক্ষিণদিকের গুপ্ত ঘরটায় অপেক্ষা করুন, আমি যাচ্ছি। নবী—

[নবীর প্রবেশ]

এঁকে ঐ ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।

[উভয়ের প্রস্থান]

(পত্র পড়তে পড়তে) নুরুদ্দীনের হাতের লেখা আমি জানি। এ তারই লেখা বটে—

[নেপথ্যে একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল]

যাক। বাকী রইল নুরুদ্দীন, সে সাহস করবে না আনারকলির সংবাদ আর কাউকে জানাতে। মুরাদ খাঁ, তোমার প্রভুভক্তির পুরস্কার এইভাবে দিতে হ'ল, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু কি করব! আমার সুনাম তোমার প্রাণের চেয়েও অনেক বড়। আমার ইচ্ছা—আনারকলির নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাক।

[নবীর প্রবেশ]

মুরাদ খাঁ!

নবী। হ্যাঁ, সম্রাট। সে সরল বিশ্বাসে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু পা দেওয়ামাত্র একসঙ্গে দুটি সর্প তাকে দংশন করে—

আকবর। আচ্ছা তুমি যাও। ঐ ঘরের দুয়ারসুদ্ধ গেঁথে দেবে। সর্প আর তাদের আহার্য দুয়েরই সমাধি হয়ে যাক—

[নবীর প্রস্থান]

আনারকলি, আকবরের কামনায় যদি এমনভাবে বাধা না দিতে, তাহলে হয়ত এতগুলো লোকের জীবন বিপন্ন হ'ত না—

[প্রস্থান]

[অপর দিক দিয়ে যোধপুরী ও একজন বাঁদীর প্রবেশ]

যোধ। আমি সংবাদ পেলাম সেলিম এইমাত্র প্রাসাদে এসে পৌঁচেছে। সে নাকি সোজাসুজি সম্রাটের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তার আগে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া চাই যে! তুই খুঁজে দেখ্—এইখানেই নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও থাকবে—

[বাঁদীর প্রস্থান]

হে ভগবান, পিতা-পুত্রে বিবাদ না বাধে!

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম!

সেলিম। মা! আমার আনারকলি কৈ?

যোধ। সে উত্তর কিছুদিন আগে আমার দেওয়া সম্ভব ছিল বৎস। কিন্তু তুমি তাকে জোর ক'রে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ। তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন তোমার। ও প্রশ্ন এখন আমি করব।

[সেলিম নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন]

সেলিম! আমি তোমায় তিরস্কার করতে চাই না। শুধু সাবধান ক'রে দিতে চাই। যৌবনের এ স্বপ্ন ক্ষণিকের—এ নেশা একদিন ছুটে যাবেই—তখন মনে হবে সাম্রাজ্য আনারকলির চেয়ে অনেক—অনেক বড়। আমি মা, তোমায় পশ্চাত্তাপ না করতে হয় এ বিষয়ে সতর্ক করা আমার কর্তব্য।

সেলিম। মা, সব মুঘল বংশধর হয়ত সাম্রাজ্যকে তার স্ত্রীর চেয়ে বড় দেখে না। তোমার সেলিম অন্ততঃ মনের উপর সাম্রাজ্যকে কখনও ঠাঁই দেবে না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

যোধ। তুমি সাম্রাজ্য পাও বা না পাও তাতে তোমার জননীর কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই বৎস। হিন্দুর মেয়ে হয়ে যেদিন মুঘলের অন্তঃপুরে ঢুকেছি, সেইদিনই ইহলোকের সমস্ত আশা-ভরসা নিঃশেষে ত্যাগ করেছি। ভাবি শুধু

তোমার জন্য। তাছাড়া শুধু সাম্রাজ্যই বড় কথা নয়, তোমার জীবনও বিপন্ন হতে পারে। পিতা-পুত্রে বিবাদ না বাধে জননীর এই আশঙ্কা।

[সম্রাটের প্রবেশ]

আকবর। সম্রাজ্ঞী এখানে? তুমি তোমার পদমর্যাদা বিস্মৃত হয়েছ দেখে আমি ক্ষুব্ধ হচ্ছি। এ স্থান তোমার অন্তঃপুরের সীমানার বাইরে তা জান বোধ হয়?

সেলিম। পুরুষ যদি নিজের পদমর্যাদা বিস্মৃত হয়ে ঢের—ঢের বেশী কুৎসিত কর্ম করতে পারে—তাহলে সামান্যা রমণীর পক্ষে অন্তঃপুরের অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে বাইরে আসা কি এতই বেশী অস্বাভাবিক সম্রাট!

আকবর। এ কি সেলিম?…বাংলাদেশের যুদ্ধ কি জয় ক'রে ফিরে এলে?

সেলিম। বাংলাদেশে যুদ্ধ থাকলে অবশ্যই জয় ক'রে ফিরে আসতুম, কিন্তু বাংলাদেশে কোন যুদ্ধ জয় করবার জন্য যে আমায় পাঠান নি একথা আর সবাই যেমন জানে আপনিও তো তেমনই জানেন সম্রাট। সুতরাং ও প্রশ্ন নিরর্থক।

আকবর। তোমার এসব কথার অর্থ কি? তুমি কি আমায় অপমান করতে চাও?

সেলিম। আপনি আপনাকে যেমন অপমান করেছেন, তার চেয়ে বেশী অপমান আর কেউ আপনাকে করতে পারবে না।

আকবর। তার মানে?

সেলিম। তার মানে আপনি মিথ্যা কথা বলে আমায় বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আমার যাবার প্রয়োজন ছিল না। সেখানে এখন বস্তুতঃ কোনও যুদ্ধই নেই।

আকবর। সেলিম, তুমি পুত্র হতে পারো কিন্তু মনে রেখো—আমার সহ্যেরও সীমা আছে।

সেলিম। শুধু আমার ধৈর্যেরই সীমা নেই আপনি মনে করেন?

আকবর। তোমার এত স্পর্ধা!…জান তোমার ঐ স্পর্ধিত রসনা আমি চিরকালের মতো চুপ করিয়ে দিতে পারি?

যোধ। সেলিম! সেলিম!

সেলিম। সম্রাট! রসনা স্তব্ধ হবার আগে আমি যে প্রশ্ন করব তার জবাব আপনাকে আজ দিয়ে যেতে হবে—আনারকলি কোথায় সম্রাট?

আকবর। একটা বাঁদীর সংবাদ নেওয়া ছাড়া সম্রাটের আরও ঢের বেশী কাজ থাকে।

সেলিম। আমিও তাই মনে করতুম সম্রাট। কিন্তু সে ভুল আজ ভেঙেছে। আজ জানলুম সম্রাটের কর্তব্যের চেয়ে কামনা বড়।

আক। সম্রাজ্ঞী, তোমার মুখ চেয়ে তোমার পুত্রের স্পর্ধা বার বার আমি মার্জনা করব না, একথা তোমার ঐ উন্মাদ পুত্রকে বুঝিয়ে দাও। এর পরেও যদি সহ্য করি তাহলে আমার বিচারশক্তিতে কলঙ্ক স্পর্শ করবে। আমি রাজা, আমার বিচার পুত্র-আত্মীয়-নির্বিশেষে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার।

সেলিম। সম্রাট, আপনি সুবিচারের অহঙ্কার করছেন…ভাল, আপনার কাছেই আমি সুবিচারের প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমার অভিযোগ সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে—তিনি মিথ্যা কথা বলে আমায় স্থানান্তরিত ক'রে আমার পত্নীকে হরণ করেছেন। করুন—বিচার করুন!

আকবর। সম্রাজ্ঞী তোমার পুত্র পীড়িত—আমি চিকিৎসক প্রেরণ করছি—

[প্রস্থানোদ্যত]

সেলিম। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তবে এ কক্ষ ত্যাগ করবেন!

আকবর। আমায় নিতান্ত বাধ্য হয়েই হয়ত রক্ষী ডাকতে হবে।

সেলিম। (অকস্মাৎ তরবারি বার ক'রে) তার আগে আপনার বিচার আমিই ক'রে দেব—

যোধ। (আর্তস্বরে) সেলিম…বাইরে যাও, আমার অনুরোধ, আদেশ!

সেলিম। (তরবারি কোষবদ্ধ ক'রে) তাই হোক মা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু আপনি জানবেন সম্রাট, যদি পৃথিবীর সীমার মধ্যে সে থাকে, আমি তাকে খুঁজে বার করবই। আপনার সমস্ত রাজশক্তি তাকে আমার কাছ থেকে আড়াল করতে পারবে না।

[প্রস্থান]

আকবর। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে—যেন রোষ দমন ক'রে নিয়ে) সম্রাজ্ঞী, এর পরেও তুমি ঐ উন্মাদকে মার্জনা করতে বল?

যোধ। আপনিই ভেবে দেখুন সম্রাট, আপনার বিবেক কি বলে—

[প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আগ্রা প্রাসাদ। অন্তঃপুর। সেলিমের মহল।

[রাবেয়ার প্রবেশ]

রাবেয়া। এসেছি। পালিয়ে এসেছি।...আজ চারদিন ধরে অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরে বেড়াচ্ছি সেলিমের সঙ্গে দেখা করার জন্য—কিন্তু সুযোগ পাই নি। আজ এতক্ষণে সুযোগ মিলেছে...হে ভগবান, আর একটু বল দাও দেহে, আর একটু...একবার সেলিমের সঙ্গে দেখা হলে আমি আর কিছু চাই না।

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। এ কি! কে এখানে? তুমি কে বাছা?

রাবেয়া। তুমি কি শাহ্‌জাদা সেলিম? সত্য বল, প্রতারণা কয়ো না।

সেলিম। আমিই সেলিম। কিন্তু তুমি কে উন্মাদিনী, তোমায় এখানে প্রবেশ করতে দিলে কে?

রাবেয়া। কেউ দেয় নি প্রবেশ করতে। আজ চারদিন ধরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করছি—ঐ প্রহরীগুলো তাড়িয়েছে। দেখ কত মেরেছে…পায়ে ধরে কেঁদেছি, তবুও ঢুকতে দেয় নি—আজ অনেক কষ্টে এসেছি, তোমার সঙ্গে আমার বড় দরকার, কিন্তু তুমি প্রতারক নও তো? তুমিই সেলিম, বল বল, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বল, তুমি সেলিম কিনা?

সেলিম। উন্মাদিনী, আমার সঙ্গে তোমার কিসের প্রয়োজন? যদি ভিক্ষার প্রয়োজনে এসে থাক, আমি তোমায় এখনই ভিক্ষা দিচ্ছি।

রাবেয়া। না না, ভিক্ষা নয়। দেখছ আমার গায়ে রত্নালঙ্কারের চিহ্ন? একখানি একখানি ক'রে খুলে দিয়েছি প্রহরীদের হাতে…শুধু এখানে আসবার জন্য। চারিদিকে সম্রাটের লোক, চারিদিকে সতর্ক কান। যদি সেলিম না হয়ে অন্য কোন লোক আমার কথা শোনে, তাহলে আমার আর রক্ষা নেই—আমি যাই তাতে দুঃখ নেই কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগে মরতে চাই না—

সেলিম। নারী, আমি ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমিই সেলিম,—কিন্তু তোমার এমন কি প্রয়োজন থাকতে পারে আমার সঙ্গে?

রাবেয়া। আছে, আছে, প্রয়োজন আছে, শাহ্‌জাদা, তুমি দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমার সারা অঙ্গ ধু-ধু ক'রে জ্বলছে, দেহের অঙ্গে অঙ্গে জ্বালা! শিরায়-উপশিরায় অস্থিতে-মজ্জাতে জ্বালা, প্রতি রক্তবিন্দুতে যেন বিষের আগুন জ্বলছে—এ জ্বালা শেষ হবে যখন আমার প্রিয়তমের পাশে মাটিতে শোব—তার আগে নয়—

সেলিম। রমণী, তোমার কি অভিযোগ বল আমার কাছে—

রাবেয়া। অভিযোগ নয় শাহ্‌জাদা, বিচার। আমিই বিচার ক'রে শাস্তি দিতে এসেছি…শাহ্‌জাদা, আনারকলি কোথায় আছে জান?

সেলিম। (সাগ্রহে) না, জানি না। কিন্তু তুমি জান? রমণী, বল বল,

তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেব, আমার গলার এই রত্নহার, কোটি মুদ্রা মূল্যের—

রাবেয়া। আবার তুমি আমায় রত্নহারের প্রলোভন দেখাচ্ছ! তোমায় বলি নি, আমার গায়ের রত্নালঙ্কার একখানি একখানি ক'রে খুলে দিয়েছি তোমার আনারকলির সংবাদ শোনাবার জন্য—

সেলিম। কিন্তু সে কোথায় আছে বল তাড়াতাড়ি, আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। কত দিকে লোক পাঠিয়েছি, রাজসভার প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রশ্ন করেছি—কেউ বলতে পারে নি। বল, বল!

রাবেয়া। কে বলবে তোমায়, যে বলতে পারত সে মাটির নীচে অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে!···আনারকলিকে লাহোর দুর্গে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে; দুর্গের শেষ প্রান্তে উদ্যানের এক কোণে তার কুটির, দুর্গাধ্যক্ষ নুরুদ্দীন নিজে তাকে পাহারা দেয়। সেখানে তাকে জীবন্ত সমাধি দিয়ে রেখেছে—

সেলিম। কিন্তু তুমি কি ক'রে জানলে নারী? যে সংবাদ কেউ জানে না—

রাবেয়া। আমি, আমি···আমি মুরাদ খাঁর স্ত্রী। মুরাদ খাঁকে চিনতে? ···আমি তাঁর স্ত্রী। বহু স্ত্রীর মধ্যে একজন নয়, আমিই তাঁর একমাত্র—প্রিয়তমা স্ত্রী।

সেলিম। মুরাদ খাঁকে দিন-চারেক পূর্বে সর্পাঘাতে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল না? কী এক রাজনৈতিক কারণে?

রাবেয়া। কিন্তু কি রাজনৈতিক কারণ জান? আনারকলিকে হরণ ক'রে লাহোর দুর্গে পৌঁছে দেবার ভার ছিল তার ওপর। সম্রাট বলেছিলেন যে, এই কাজ যদি ঠিকমত করতে পারে তাহলে পাঞ্জাবের সুবেদারী তার। কিন্তু কেউ যদি জানতে পারে তাহলে তার কঠিনতম শাস্তি হবে।···সম্রাট জানতেন সে পুরস্কারের লোভে আর প্রাণের ভয়ে একথা কাউকে বলবে না—তাই সে যখন কাজ শেষ ক'রে ফিরে এল, সম্রাট তাকে পুরস্কার দিলেন এই শোচনীয় মৃত্যু! জান, তোমার বাবা তারপর আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, মুরাদ খাঁর প্রভুভক্তি আর

প্রাণের মূল্য! সে স্বর্ণমুদ্রা আমি দু'হাতে মুঠো মুঠো করে সেই বাহকদের ছুঁড়ে মেরেছি…রাস্তা তাদের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে…। সম্রাট আকবর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ জানতেন না তাই অমন ভুল করলেন! স্বামী সকলের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু স্ত্রীর কাছে পারে না—সে আমায় বলে গিয়েছিল যাবার আগে, আবার লাহোর থেকে ফিরে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল। ভগবান আছেন মাথার উপর, তিনিই ঐ কথা বলিয়েছেন তাকে দিয়ে…সম্রাট সাপকে দিয়ে খাইয়েছেন মুরাদ খাঁকে…কিন্তু সাপিনীর কামড কেমন জানেন না, তাতে বড় জ্বালা…হাঃ হাঃ…

সেলিম। রমণী, তুমি যে পৈশাচিক ইতিহাস বিবৃত করলে তা এতই ভয়ঙ্কর যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! কিন্তু সত্যই যদি আনারকলি লাহোর দুর্গে থাকে, তাহলে তুমি প্রচুর পুরস্কার পাবে। আমি তোমার সমস্ত ক্ষতি পূরণ ক'রে দেব—

রাবেয়া। তুমি আমায় পুরস্কার দেবে! তুমি?…তোমার পিতা আমার স্বামীকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করেছে, তার পুত্রের কাছ থেকে নেব আমি পুরস্কার?…শাহ্‌জাদা সেলিম, তোমায় আমি ঘৃণা করি—তোমায় ঘৃণা করি, তোমার পিতাকে ঘৃণা করি, সমস্ত রাজপরিবারকে ঘৃণা করি। কী ক্ষতিপূরণ তুমি করতে পার শাহ্‌জাদা, তোমার ক্ষমতা কতটুকু?…পার আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে? না আমাকেই তুমি রাজরোষ থেকে রক্ষা করতে পারবে? তুমি কি মনে করো তুমি লাহোর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত আমি জীবিত থাকব? সম্রাট আকবর যখন জানবেন তাঁর সমস্ত পৈশাচিক আয়োজন আমি ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি, তখন তিনি তার শোধ নেবেন না?…বাঁচবার সাধও আমার নেই, আমি স্বামীর কাছেই যেতে চাই কিন্তু তার আগে আমি প্রতিশোধ নেবার জন্য এসেছিলুম শাহ্‌জাদা, হত্যাকারীর পুত্রের কাছ থেকে পুরস্কার নেবার জন্য নয়—সম্রাট যে কথা তোমার কাছ থেকে গোপন করবার জন্য আমার স্বামীকে হত্যা করলেন সেই

কথা তোমায় জানিয়ে দিলুম, এই তো চমৎকার প্রতিশোধ! বাকী কাজ করবে তার বিবেক।...তুমি—তুমিও একদিন সম্রাট হবে! করবে না হত্যা অকারণে? ঐ তো তোমাদের রাজনীতি! না, না,...আমার কাজ হয়ে গেছে, আমি যাই, এখানকার বাতাসে আমার স্বামীর অন্তিম আর্তনাদ মিশিয়ে আছে...এ যেন বিষ...

[প্রস্থান। অপর দিক দিয়ে যোধপুরীর প্রবেশ]

যোধ। সেলিম!

সেলিম। মা, আনারকলির সংবাদ পেয়েছি। কিন্তু যদি জানতে, মানুষ কী নৃশংস হতে পারে মানুষের উপর!

যোধ। জানি বৎস, শুনেছি। আমি ঐখানে ছিলুম।...কিন্তু উপায় নেই, তিনি সম্রাট, তোমার পিতা...একথা নিয়ে এখন আলোচনা ক'রো না, একথা সম্রাটের কানে পৌঁছবেই, তিনি তখন আরও ভয়ঙ্কর কিছু ক'রে না বসেন। আর সময় নষ্ট ক'রো না বৎস, দেখ যদি এখনও বাঁচাতে পার অভাগিনীকে!

সেলিম। আমি এখনই যাচ্ছি মা। মাত্র একশো জন শরীররক্ষী নিয়ে আমি যাত্রা করব। আর এক প্রহরের মধ্যেই আগ্রা ত্যাগ করব।

[উভয়ের প্রস্থান। একটু পরে আকবর ও এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ]

আকবর। সেলিম চলে গেছে?...যা ভেবেছি তাই—এনায়েৎ খাঁ, আপনি কদিনে লাহোর পৌঁছতে পারেন?

এনায়েৎ। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গেলে—যদি ডাক ঠিক পাই, দুদিন সময় লাগবে।

আকবর। আজ এখনও এক প্রহর বেলা আছে।...কাল রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে আপনাকে লাহোরে পৌঁছতে হবে।...সেখানকার দুর্গে আনারকলি বন্দিনী আছে।...তার বিষপানে প্রাণদণ্ড হবে। এই আমার লিখিত আদেশ, দুর্গাধ্যক্ষ খাঁ মুরুদ্দীনকে দেবেন। বেচারী বালিকা! সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য মরতেই

হবে তাকে।…কিন্তু মনে রাখবেন এনায়েৎ খাঁ, সেলিম হয়ত এতক্ষণে যাত্রা করেছে, সেও লাহোর যাবে। যেমন ক'রেই হোক তার পৌঁছবার আগে আপনাকে লাহোর পৌঁছতে হবে।…প্রচুর পুরস্কার পাবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, যদি ব্যর্থ হন—তাহলে আমার রাজসভায় আপনার আর স্থান নেই।

এনায়েৎ। আপনার আদেশ প্রতিপালিত হবে সম্রাট।

[প্রস্থান]

আকবর। এইবার রাবেয়া! তোমার কথাও ভুলি নি, ভুলব না। আর সেলিম! তোমাকে কঠিন শাস্তি দিতে পারতুম। কিন্তু একথা প্রচার হওয়া আমি পছন্দ করছি না তাই…। যাই হোক, আনারকলির মৃত্যুই তোমার ধৃষ্টতার উত্তর। …এতেই তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত যে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করা তোমার শক্তির অতীত। আনারকলি…আনারকলি…কী করব, উপায় কি…তাই বলে আমি পুত্রের কাছে পরাজয় মেনে নিতে পারি না!

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

লাহোর দুর্গ। আনারকলির কক্ষ। আনারকলি একাকী।

আনারকলি। প্রিয়তম, সমস্ত আলো-আঁধারের পারে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ, সমস্ত অন্তর-আকাশ জুড়ে…আমার আর দুঃখ নেই, মনে মনে পেয়েছি তোমায়, বাইরে না-ই বা পেলুম।…ভিতরে-বাইরে, জীবনে-মরণে, লোকলোকান্তর, যুগযুগান্তর ধরে সমস্ত সময়ে সকলের মাঝে তুমি! তোমার এই বিশ্বরূপ আমায় কি সকরুণ আলিঙ্গনে ঘিরে রয়েছে—দিনরাত যেন কী সুগভীর সঙ্গীত তোমার মুখের প্রেম-বাণী বহন ক'রে আনছে…। বাইরে থেকে তোমায় হরণ করেছে, তাই কি তুমি

এমন ক'রে আমার ভেতরে সব কিছু জুড়ে এসেছ? আমার সকলের মধ্যে তুমি!

[নুরুদ্দীনের প্রবেশ]

নুরু। মা!

আনার। পিতা!···এ সময়ে সহসা আপনি কেন?···কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে কি?···এ তো আপনার বিশ্রামের সময়।···চুপ ক'রে নতশিরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?···আপনার হাতে ও কি?

নুরু। সম্রাটের আদেশপত্র মা।

আনার। সম্রাটের আদেশ! কি আদেশ পিতা? আরও কিছু দুঃসংবাদ আছে কি? বলুন না, আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, আমি কেমন স্থির রয়েছি। আর কোন দুঃখই আমাকে পীড়া দিতে পারবে না। আপনি বলুন সম্রাটের কি আদেশ!

নুরু। আমি পারব না মা। আমি পারব না তোমায় সে আদেশ শোনাতে।

আনার। আমি আপনার কন্যা। পরের কাছ থেকে শোনবার আগে আপনার কাছ থেকে শোনা আমার ঢের বেশী শান্তির হবে।···ও কি আমার প্রাণদণ্ড?

নুরু। আদেশ পাওয়ামাত্র বিষপ্রয়োগে তোমায় হত্যা করতে হবে—এই আদেশ! ওঃ···

আনার। পিতা, ছিঃ! আপনি অধীর হবেন না। এ তো সুসংবাদ। আমার এ জীবন কি এত সুখের যে তার সমাপ্তির চিন্তায় আপনি অধীর হচ্ছেন?··· সম্রাট তো এ অভাগিনীর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন!···আমার অদৃষ্টলিপি কী তা কি আপনি আজও বোঝেন নি?···বিষ আনুন পিতা, আপনার কন্যা সম্রাটকে আশীর্বাদ করতে করতে মরবে। ভেবে দেখুন—কী আশায় আমি আর বাঁচব!···

এ জীবন্ত সমাধির চেয়ে মৃত্যু কি ঢের—ঢের বেশী সুখের হবে না ?

মুরু। তাই হোক মা।…কেন আমায় পিতৃসম্বোধন করেছিলি অভাগিনী ?…ওঃ…

[প্রস্থান]

আনার। প্রিয়তম ! এতদিন আত্ম-প্রবঞ্চনাই করেছি। হয়ত আর একবার তোমায় বাইরেও দেখবার সাধ ছিল।

[মুরুদ্দীনের প্রবেশ]

মুরু। মা !

আনার। পিতা, এনেছেন বিষ ?…(তাঁর হাত ধরে) তার সঙ্গে দেখা হ'ল না…কিন্তু যদি দেখা হয় আপনি বলবেন, বলবেন তাকে যে তার আনারকলি তার যথাসর্বস্ব সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে ভালবেসেছিল। পিতা, তাকে বলবেন যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার আনারকলি তার কথা চিন্তা করেছে। আনারের দেহের প্রতি রক্তবিন্দু স্থির হবার পূর্ব পর্যন্ত সেলিমের নাম করতে থাকবে, বলবেন—বলবেন তাকে ?

মুরু। মা মাগো, আমি পারব না। এ দাসের জীবনের চেয়ে মৃত্যুই ভাল। আমি পালন করব না এ আদেশ।

আনার। তাহলেই কি আমায় রক্ষা করতে পারবেন পিতা ?…আমারই বা এই বদ্ধ জীবনে প্রয়োজন কি ?…না না…আমি মরছি, কিন্তু আপনি বলবেন তাকে ! বলবেন যে সন্ধ্যার মৃদু হাওয়া যখন আনারকলিকে স্পর্শ করত তখন তার মনে হ'ত যেন সেলিম তাকে চুম্বন করছে।…তাকে বলবেন আনারের জন্য সে যেন শোক না করে। আনার মরে তার সমস্ত অস্তিত্বে জড়িয়ে থাকবে। সে ঘুমুলে মৃদু হাওয়ার সঙ্গে গিয়ে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দেবে—নিদ্রার মধ্যে স্বপ্ন হয়ে তার আনার তাকে আলিঙ্গন করবে।…পিতা, তাকে বলবেন…

মুরু। মা…

আনার। হ্যাঁ পিতা, বিষ দিন…আর দেরি করবেন না (বিষগ্রহণ)।… যদি তার সঙ্গে একবার দেখা হ'ত পিতা…কোনরকমে যদি সম্ভব হ'ত—কাছে থেকে নয়, দূর থেকে একবার দেখে চলে আসতুম—

মুরু। মা, আমি বাইরে যাই, আমার চোখের সামনে নয়—

আনার। পিতা, মৃত্যুর সময় কন্যার কাছে থাকবেন না? মরণের সময় নিঃসঙ্গ থাকতে যে বড় কষ্ট হবে।…আমি আর দেরি করব না পিতা। একটু দাঁড়ান—

[বিষপান]

জানেন পিতা, আজ সকালের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, স্বপ্নে দেখলুম যেন আমি মরে গিয়েছি, আমার শবদেহ পড়ে রয়েছে এই ঘরে, এইখানে, আর তার ওপর…সে…সে পড়ে কাঁদছে। (আগ্রহভরে) যদি—যদি সে আসে, তাকে আপনি সান্ত্বনা দেবেন পিতা। তাকে বলবেন আনারের কোন দুঃখ ছিল না, সে মরবার আগে তোমাকে তার অন্তরের মধ্যে পেয়েছিল। আর সে মরেও তো তোমায় ছেড়ে বেশীদূরে যেতে পারবে না, সে সর্বদা তোমার কাছে থাকবে—তোমার ছায়ার সঙ্গে মিশে, তোমার দেহের সুগন্ধের সঙ্গে মিশে, তোমার অণুতে পরমাণুতে মিশে…। (আপন মনে) না না, তার এসে কাজ নেই, বড় কষ্ট পাবে সে …কিন্তু যদি আসে পিতা, তাকে আমার কথা বলবেন!…আর কিছু বলে দরকার নেই, শুধু বলবেন তাকে—তার আনারকলি তাকে ভালবাসত। আর ভালবাসবেও যুগযুগান্তর ধরে, জন্মজন্মান্তর ধরে,—(ঢলে পড়ে) দেহে যেন কী গভীর ক্লান্তি আসছে…চোখে যেন আর তোমায় দেখতে পাচ্ছি না, প্রিয়তম! দাঁড়াও, দাঁড়াও আমার সামনে…(ক্লান্ত স্বরে কী যেন গান গাইবার চেষ্টা করল)

[কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে এল]

এসেছ প্রিয়তম? কিন্তু আমার যাবার সময় হ'ল যে! এস, তোমার আলিঙ্গনে

ধরে রাখ আমায়…এস প্রিয় !

[মৃত্যু]

[সেলিমের প্রবেশ]

সেলিম। আনার—আনার—আনারকলি !

নুরু। (স্বপ্নাবিষ্টের মতো) চুপ, চুপ শাহ্জাদা, বেচারী বড় কষ্টের পর একটু শান্তি পেয়েছে। ডাকবেন না, তাহলে হয়ত আত্মা তার আর থাকতে পারবে না, ফিরে আসবে।

সেলিম। তবে তুমি নেই আনার! পারলুম না তোমায় বাঁচাতে! আ—না—র !

[মৃতদেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল]

[যেন মনে হতে লাগল বাতাসে একটি করুণ সুর ভেসে বেড়াচ্ছে]

"যাহা কিছু আছে সকলি ঝাঁপিয়া,
ভুবন ছাপিয়া জীবন ব্যাপিয়া,
দাঁড়াও যেথানে বিরহী এ হিয়া
তোমার লাগিয়া একেলা জাগে !
…দাঁড়াও আমার আঁখির আগে !"

যবনিকা